ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 August 2019 ■ আগরতলা, ১০ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ব্যবসায়ীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে উত্তাল কদমতলা, বাজার বন্ধ করে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ আগস্ট ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা বাজারের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে ওই এলাকা। আটক ওই ব্যবসায়ীর নাম বিমান দাস। বিমান কাণ্ডে নাজেহাল কদমতলা। দিনভর রাস্তা অবরোধ, বাজার বন্ধ, অলি গলিতে পুরানো হলো টায়ার। কদমতলার পৃথক পৃথক স্থানে রাস্তা অবরোধ, কদমতলা পুলিশ মুর্দাবাদ স্লোগান। মাইক যোগে এলাকায় প্রচার। পুলিশের বিরুদ্ধে জেহাদ কদমতলা বাজার ব্যবসায়ীর।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বৃহস্পতিবার বেলা ২ ঘটিকা নাগাদ কদমতলা বাজারের ব্যবসায়ী বিমান দাস (২৬) পিতা বিধান দাস, কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে কদমতলা থানার পুলিশ। বাজার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ তাকে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকেই চাপানউতোর চলছে। কিন্তু পুলিশ যে বাধ্য গোটা বিষয় বিস্তারিত জানার পর উঠে এসেছে যে তথ্য তা হল। ২১/৮/২০১৮ সালে চুরাইবাড়ি থানায় একটি ১৩ বছরের নাবালিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলা রুজু হয়। মামলায় নির্যাতিতা নাবালিকা আদালতের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে। আদালতের নির্দেশে নির্যাতিতা নাবালিকা মেয়েটি কদমতলা থানার মহিলা এস আই রিতা দেবনাথ ও বিশাল পুলিশবাহিনীর সম্মুখে খুদ কদমতলা বাজারের বিমান দাসের জুতার দোকানে এসে আসামি শনাক্ত করে। এখানে আদালতের নির্দেশ তাই পুলিশের কাছে বড় আদালতের নির্দেশ পালন করা এমনটাই জানালেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণ ধন সরকার। তিনি আইন হাতে তুলে না দেওয়ার জন্য কদমতলা বাজার ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর প্রতি অনুরোধ জানান। কোন নিরপরাধ যাতে শাস্তি না পায় সেটা পুলিশের দায়িত্ব বলে জানান ওসি। অপরদিকে বাজার ব্যবসায়ীরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে বিমান দাসকে মুক্ত না করলে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা অবরোধ ও কদমতলা বাজার বন্ধ চলবে। অপরদিকে গ্রেফতার বিমান দাসকে আজ ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। গোটা কদমতলা এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী। দিনভর নাটকের পর বাজার সম্পাদক ও কদমতলা পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা বাজারে ব্যবসায়ীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন শুক্রবার দিনভর। ছবি নিজস্ব।

অসুস্থ অরুণ জেটলি এইমসে ভর্তি, দেখে এলেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে দেখতে এইমসে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্বাসকষ্টের সমস্যার কারনে শুক্রবার নয়াদিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয় অরুণ জেটলিকে। কার্ডিওলজি বিভাগের আইসিইউ-তে চিকিতাধীন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তাঁকে দেখতে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। আজ জেটলিকে দেখতে এইমসে গিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও।

সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা অনুভব করেন অরুণ জেটলি। সঙ্গে সঙ্গে এইমসে ভরতি করা হয় তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কার্ডিওলজি বিভাগে ভরতি করা হয়েছে তাঁকে। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরাও তাঁকে দেখছেন। যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি তেমন জটিলতার কিছু নেই। কেবলমাত্র চেক আপের জন্যে তাঁর এবারের হাসপাতাল যাত্রা। তবে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। ইতিমধ্যেই তাঁকে দেখতে এমস পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাসপাতালে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। এইমসে গিয়ে এদিন তাঁকে দেখে আসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। এদিন এইমসে গিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও। অরুণ জেটলির স্বাস্থ্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচনে কার্যনির্বাহীকমিটির বৈঠক, সভাপতির দৌড়ে এগিয়ে মুকুল ওয়াসনিক

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট।। জাতীয় কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নিয়ে প্রতিক্ষার অবসান হতে চলেছে। শুক্রবার কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে কংগ্রেসের নয়া সভাপতি নির্বাচন নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, শনিবারই নয়া প্রধানের নাম ঘোষণা করতে পারে। জানা গিয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে মুকুল ওয়াসনিক। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটি রাহুল গান্ধীকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে এতদিনের ভূমিকার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে। সূত্রের খবর, রাহুলকে পদত্যাগ প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত নিজের ভূমিকায় অটল থাকেন তিনি।

শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হওয়ার পরে গত দুই দশকে ইতিহাসে এই প্রথমবার গান্ধী পরিবারের বাইরে কেউ দলের সভাপতি হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। যথেষ্ট প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার থাকায় প্রাক্তন মন্ত্রী ৫৯ বছরের মুকুল ওয়াসনিককে কংগ্রেস প্রধানের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে, জানা গেছে, অন্তত দলের আগামী সাংগঠনিক নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তিনি ওই দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩৪ বছরের ইতিহাসে ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলের বেশিরভাগ নেহেরু-গান্ধী পরিবারেরই সদস্য ছিলেন। তবে বর্তমানে গান্ধী পরিবারের তিন সদস্য সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, তাঁরা কেউই এই প্রক্তিয়ায় অংশ নিতে আগ্রহী নন বলে জানা গিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির দায় কাঁধে নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন সোনিয়া-রাজীব পুত্র রাহুল।

এ কে অ্যান্টনি, আহমেদ প্যাটেল এবং কে ভি ভেনুগোপাল সহ শীর্ষস্থানীয় নেতারা সোনিয়া গান্ধীর বাড়িতে হওয়া ওই বৈঠকে ছিলেন। সূত্রের খবর, নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি বাছাইয়ে আর কোনও বিলম্ব করা হবে না। দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে, কংগ্রেসে দলের প্রধান বাছাই নিয়ে টালবাহানা চলছে। একদিকে যেমন দলের নেতারা চেষ্টা করেছিলেন রাহুল গান্ধীর মন পরিবর্তন করতে, তেমনি নতুন সভাপতি বাছা নিয়েও জল্পনা চলছিল। মনে করা হচ্ছে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলি সরিয়ে এক নতুন দল হিসাবে হাতের দলের শক্তি বাড়াতে সক্ষম হবেন তিনি।

বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে জাতীয় আদিবাসী দিবস পালিত রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। গোটা দেশের সঙ্গে শুক্রবার রাজ্যেও নানা সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় আদিবাসী দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শোভা যাত্রা, আলোচনাচক্রসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯ আগস্ট জাতীয় জনজাতির দিবস। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই দিবসটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও জনজাতি অংশের মানুষরা দিবসটি পালন করছেন। এ উপলক্ষে শুক্রবার অল ত্রিপুরা আর্টিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী সংগঠিত করা হয়। র‍্যালীতে উপজাতি অংশের জনগন তাদের নিজস্ব কৃষ্টি , সংস্কৃতি, পোষাক পরিহিত হয়ে শহর পরিক্রমা করেন।

শুধু রাজধানী আগরতলা শহরেই নয় উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরেও আইপিএফটির উদ্যোগে জনজাতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। আইপিএফটি কাঞ্চনপুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে গছিরাম পাড়া বাজার শেড ঘরে শুক্রবার দুপুরে এ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট ।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ এনেছে ছাত্রছাত্রীরা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে না। আবার অনেকের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে ব্যাক দেখানো হচ্ছে। তাতে বিপাকে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা। একদিকে ফলাফল ঘোষণা করে বেশকিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে একাধিক বিষয়ে ব্যাক দেখানো হচ্ছে, আবার নতুন করে অন্যান্যদের ভর্তি প্রক্রিয়াও চলেছে। অপরদিকে ব্যাক প্রাপকদের পরীক্ষার দিনক্ষণও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ত ছাত্রছাত্রীরা শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা এসব বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশনও প্রদান করে। অবিলম্বে প্রত্যেককে পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জোড়ালো দাবি জানিয়েছে তারা। অন্যথায় ছাত্রছাত্রীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি সই করায় পাকাপাকিভাবে জম্মু-কাশ্মীর ভেঙে তৈরি হল দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। জম্মু-কাশ্মীরে থাকবে বিধানসভা। তবে লাদাখে থাকবে না। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় পুলিশ-প্রশাসন থাকবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে।

গত সোমবার ৫ আগস্ট কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করে দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল- জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ ঘোষণা করে কেন্দ্র সরকার। এরপর সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল। যার ফলে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয় উ পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পায় জম্মু-কাশ্মীর। সেই সঙ্গে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে জন্ম হয় লাদাখের উ স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করে আসছিলেন লাদাখবাসী। বিলটি পাশ হওয়ায় জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় যান সন্ত্রাসের বলি শিশু বিশালগড়ে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা/ বিশালগড়, ৯ আগস্ট ।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই কোন না কোন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রশাসন দুর্ঘটনা এড়াতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ধলাই জেলার আমবাসায় এবং বিশালগড়ের রাস্তারমাথা এলাকায় পৃথক পথ দুর্ঘটনায় একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। অপর একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,ধলাই জেলার আমবাসায় ফের যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক শিশুর। শিশু কন্যাটি প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ঘটনাটি ঘটে আমবাসায় উপনগর এলাকার জাতীয় সড়কে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন ঐ শিশু কন্যাটি বাড়ি থেকে হয় তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শুক্রবার সকালে শিশুটি স্কুলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার একটি গাড়ির শিশুটিকে ধাক্কা মারে, সাথে সাথে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা দেয়। এ ঘটনায় শিশুটির বাড়িতে এবং পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিশালগড়ে যেন কিছুতেই থামছে না যান দুর্ঘটনা, নিত্যদিনই বিশালগড়ের কোন না কোন জায়গায় যান দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। ফের বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ এমনই এক ভয়াবহ যান দুর্ঘটনার সাক্ষি হয়েছেন বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাস্তারমাথা এলাকার মানুষ। রাস্তারমাথা বন্ধন ব্যাঙ্ক সংলগ্ন দ্মজাতীয় সড়কে অবস্থিত পাকা ব্রীজের উপর টি আর ০১ এক্স ১৬৪৯ নাম্বারের একটি মালবাহী গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু গাড়ির চালক গাড়িটি কোন সিগন্যাল ছাড়াই বিপজ্জনকভাবে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখে। ঠিক এমন সময় আগরতলার দিক থেকে রাস্তারমাথার দিকে টি আর ০১ জে ৬২৪৬ নাম্বারের বাইক নিয়ে নয়নজীৎ নামে যুবক গাড়িটির পেছন দিয়ে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর পাঠায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক জানান তার দুটি হাত ভেঙে যায়। এবং সারা শরীরে আঘাত লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। যুবকটির বাড়ি লেম্বুতলিতে। পরে খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে যায়। পুলিশ গিয়ে বাইকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। যদিও পুলিশ গিয়ে গাড়ির চালককে পায়নি। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হত্যার চেষ্টার মামলায় ট্রাফিক ইনস্পেক্টরসহ দুজন জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। শনিবার গভীর রাতে রাজধানীর জ্যাকশন গেইট সংলগ্ন এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিষত্ব দাসের দেহ উদ্ধার হয়। গভীর রাতে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আশঙ্কা জনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর রাতের অন্ধকারে আগরতলা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় জনমনে। তারপরই পুলিশের কুম্ভ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এই হত্যার চেষ্টার ঘটনার সাথে জড়িত শহরের কালিকা জুয়েলারির মালিকের ছোট ছেলে সুমিত চৌধুরী ও সোয়েব মিঞার নাম। কাল বিলম্ব না করে পুলিশ দুইজনকে আটক করে।

তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস। যথারীতি মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে সুমিত বনিক নামে আরও একজন। তাকেও পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ৭ আগস্ট ধৃত ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস ও সুমিত বনিককে আদালতে সোপর্দ করলে পুলিশ তাদেরকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেয়। তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে তাদেরকে শুক্রবার পুনরায় আদালতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষামন্ত্রীর পৌরোহিতে পর্যদের পরীক্ষার ফলাফলের পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট ।। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল রিভিউ করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে শুক্রবার রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ৪টি জেলার ফলাফল রিভিউ করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা, শিক্ষা দপ্তরের সচিব, এবং বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ইনচার্জরা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের চেয়ে আগামী বছরের ফলাফল যাতে আরও ভাল করা যায় সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাজ্যে তৃতীয় শ্রেণি থেকেই, সব ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় বসতে হবে এবং সবাই যাতে পাশ করে, সে অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এমর্মে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশফেল প্রথাও পুনরায় চালু করা হচ্ছে। সেই সাথ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মূল্যায়নের পাশাপাশি স্কুলের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম সহ স্কুল পরিচালনার বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

আগরতলায় ষোলটি সিটি বাসের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে ১৩ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট ।। আগামী ১৩ আগস্ট থেকে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চালু হচ্ছে সিটি বাস। এদিন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের কৃষ্ণনগরস্থিত প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিটি বাস সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় সিটি বাস সার্ভিস চালু করার দাবি দীর্ঘদিনের। বাম আমলে কেন্দ্রীয় আর্থিক আনুকূল্যে সিটি বাস চালুর জন্য বাস ক্রয় করা হয়েছিল।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ওইসব বাস সিটি এলাকায় চলাচলের বদলে অন্যান্য রুটে চালানো হচ্ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর পরিবহণ ব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোটরস্ট্যান্ড গুলিকে সিন্ডিকেটবাজদের হাত থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত করে সমস্ত দায়দায়িত্ব ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিগমের অধীনে আগরতলা শহর এলাকায় সিটি বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আগামী ১৩ আগস্ট ১নং এবং ৩নং রোডে, সিটি বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। ১নং রোড হল বটতলা থেকে রানিরবাজার এবং ৩নং রোড হল বিশ্ববিদ্যালয় থকে জিবি বাজার। দুটি রোডে প্রথম পর্যায়ে মোট ১৬টি বাস চলাচল করবে।

সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সিটি বাস চলাচল করবে। এর মধ্যে রয়েছে এসি এবং নন এসি বাস। যাত্রী ভাড়াও নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন ৮ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৭ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আগামী ১৩ আগস্ট পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সিটি বাস সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে দুর্গা পুজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের অর্থনীতিকে দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে বাঁশের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। রাজ্যের অর্থনীতিকে দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে বাঁশের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন বাঁশের বহুবিধ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। সেই লক্ষ্যে সরকার এবং বেশ কিছু বেসরকারি সংগঠন উদ্যোগী হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে বাঁশের উৎপাদন এবং শিল্পায়নের সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতা শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন রাজ্যে বাঁশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সময়ে প্রায় ২ লক্ষ হেক্টরের কাছাকাছি জমিতে বাঁশ চাষ হয়। বাঁশের উপকারিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন বাঁশ শুধু অর্থকরী ফসলই নয়, এর ফলে ৩৫ শতাংশ বেশি অক্সিজেনও উৎপন্ন হয়।

এছাড়াও অন্যান্য গাছের তুলনায় বাঁশের বৃদ্ধি বেশি। ফলে অর্থনীতির প্রশ্নে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। এদিন এ বিষয়টি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আমাদের বড় বন্ধু হওয়া উচিত বাঁশ। এর শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে, এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার বাঁশকে ঘাসের মান্যতা দিয়েছে। যার ফলে বন আইনের জটিলতা থেকেও বাইরে রাখা হয়েছে বাঁশকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাঁশের ব্যবহার বহুবিধ। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঁশের উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্প, বনদপ্তর, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর, টিআইডিসি সহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে বলে জানান। এছাড়া এদিন জাইকা প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর পাড়ে গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। বলেন জাইকা একটি বড় প্রকল্প এর সুফল, ত্রিপুরার মানুষ বাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩০০ ▫ ১০ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ২৪ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গার্হস্থ্য হিংসা ও নেশা

দেশের বিভিন্ন স্থানে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা দিনে দিনেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরায় এই হিংসার আগুন বাড়িয়া এমন জটিল সামাজিক সমস্যার দিকে মোড় নিতেছে যাহা সামাল দেওয়া কঠিন হইবে। এই হিংসার শিকড় গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সামাজিক ভাবে এইসব প্রতিরোধেরও তেমন উদ্যোগ নাই। বিভিন্ন পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কাউন্সিল বা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও এই হিংসা প্রতিরোধে কোনও কার্য্যকরী উদ্যোগ নিতেছে দেখা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলিও এই ব্যাপারে হাত গুটাইয়া নিয়াছে। এই হিংসার আগুনে পুড়িয়া কত জীবন অকালে বিদায় নিতেছে তাহার হিসাব কি কেউ রাখেন? রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এই সব গার্হস্থ্য হিংসার ব্যাপ্তির পিছনে অন্যতম কারণ মদ্যপানের সহজলভ্যতা। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ মদের ঠেক গাড়িয়া উঠিয়াছে। বাড়ীঘরেই মদ বিক্রি চলিতেছে অবাধে। আর এই সব গণহারে মদ্যপানের ঘটনাই হিংসার ব্যাপ্তিতে মদত যুগাইতেছে। এই সত্যি বুঝিয়াও সরকারী স্তরে লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে ব্যাপক হারে। সরকার অনুমোদিত মদের দোকান যেখানে বাড়িয়া চলিয়াছে সেখানে দেশী বিষাক্ত মদ বিক্রি হইতেছে গণহারে অনেক গ্রামীণ এলাকায় বা আধা শহর এলাকাতে। রাজধানী আগরতলার কাছাকাছিও এই বেআইনী মদ্যপানের আসর কোথায় আছে তাহা পুলিশ ভাল করিয়া জানিলেও রহস্যজনক ভাবে নীরব আছে।

এইসব বিষাক্ত মদ সেবন করিয়া কত সহস্র মানুষ পঙ্গু হইয়া যাইতেছে, বিভিন্ন অসুখ বিসুখে বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতেছে তাহা জানা সত্বেও কোনও প্রতিকার নাই সরকারী স্তরে। মাঝে মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে মহিলারা বেআইনী মদের ঠেকে হানা দিয়া ভাঙচুর করে এবং তাহা বন্ধ করিতে হুমকি দিয়া আসে। কিন্তু এই অভিযান যদি সর্বত্র গণহারে করা সম্ভব হইত, বাড়ীঘরে মদ বিক্রি বন্ধ করা যাইত তাহা হইলে গার্হস্থ্য হিংসার শিকড় অনেক খানি উপড়াইয়া ফেলা সম্ভব হইত। পুলিশ থানা জানিয়াও যদি গোপন সমঝোতা করিয়া নেয় সেখানে বেআইনী মদ বিক্রি বন্ধ করা যাইবে কিভাবে? যদি মদ্যপানের ভয়ংকর কুফল হইতে এই প্রজন্মকে, এই সমাজ, এই রাজ্যটাকে বাঁচাইবার তাগিদ থাকে তাহা হইলেই এই গুরুতর সমস্যার হাত হইতে কিছুটা হইলেও মুক্তি মিলিতে পারে। কিন্তু যে সরিষা দিয়া ভুত তাড়ানো হইবে সেই সরিষাতেই যদি ভুত থাকে তাহা হইলে তো মুশকিল। পুলিশ বেআইনী মদের বিরুদ্ধে কতখানি অভিযান চালায়? কতজনের সঙ্গে মাসিক পরতা আছে? আজ এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হইবে রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ থানাকে। তাহাদের বেআইনী মদ বিরোধী সাড়াশী অভিযানই রাজ্যে গার্হস্থ্য হিংসা অনেকটা রোধ করা যাইতে পারে।

শুধু পুলিশ দিয়া এই গুরুতর সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। প্রয়োজন সামাজিক জাগরণ। বিশেষ করিয়া মহিলা জাগরণ। পাড়ায় পাড়ায় মহিলারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মদবিরোধী, পণ প্রথা বিরোধী অভিযান চালু রাখিলে অনেক বেশী সুফল আনিতে পারে। এক্ষেত্রে মিডিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। মদ্যপান জনিত ঘটনার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলিতে প্রতিটি ক্লাবগুলিকে আগাইয়া আসিতে হইবে। সকল অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস রাজ্যে গার্হস্থ্য হিংসা রোধে সাফল্য আনিতে পারে।

বৈশাখীর ইস্তফা নিলেন না পার্থ, অভিযোগের তদন্তের আশ্বাস

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স): শেষ পর্যন্ত মিল্লি আল আমিন কলেজের অধ্যক্ষার পদ থেকে ইস্তফা দিতে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল নয়, খোদ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই মিল্লি আল আমিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইস্তফা দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিলেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে অভিযোগ জানাতে বলেন তাঁর কাছে। সেই অনুসারে শুক্রবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রীর বেহালার বাড়িতে যান কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগপত্রের পাশাপাশি ইস্তফাপত্রও তিনি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দেন।

এদিন তিনি এক গুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নিজের ইস্তফা পত্র নিয়ে হাজির হন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের বৈশাখী জানান, তাঁর ইস্তফা পত্র এখনই গ্রহণ করেননি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তাঁর পদত্যাগ পত্রের শুরুতে একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীকে। যার প্রধান বিষয়ই হল ধর্মীয় কারণে কোনও ব্যক্তিকে অহেতুক হয়রানি না করা হয় তা দেখা দরকার প্রশাসনের। পাশাপাশি তিনি কলেজে আর্থিক দুর্নীতিরও অভিযোগ করেন এদিন। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন তাঁর কথা শুনে শিক্ষামন্ত্রী একটি উচ্চপর্যায় তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। সেই কারণেই এখন তাঁর ইস্তফা তিনি গ্রহণ না করে তদন্ত ও তার ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আনুরোধ করেছেন। যদিও মিল্লি আল আমিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় এখনই কলেজে যাবেন না বলেই এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় মিল্লি আল আমিন কলেজের শিক্ষক এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে মিল্লি আল আমিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে শিক্ষকতার চাকরিতে ইস্তফা দেবেন। যদিও বৃহস্পতিবার সকালে তিনি নিজেই ফোন করে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তারপরই এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের ইস্তফা দেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সাংবাদিক বৈঠকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁরই কলেজের শিক্ষিকা শাবিনা নিশাত ওমরকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। শাবিনা একাধিক ফেসবুক লাইভে বৈশাখীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় তাঁকে নানা ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন শাবিনা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইচ্ছা'তেই শাবিনা এমন করছেন বলে সংবাদিক বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বৈশাখী। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে যাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছিলেন, সেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেই শুক্রবার পদত্যাগপত্র জমা দিতে যান বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখী জানিয়েছেন, রাজ্যপালের কাছেও তিনি ইস্তফাপত্র জমা দেবেন। এবং সেটা আচার্যের সঙ্গে দেখা করেই। তবে রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যপালের সঙ্গে বৈশাখীর দেখা হওয়ার সময় এখনও নির্ধারিত হয়নি। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে পার্থবাবুকে ফোন করেছিলাম। উনি বলেছেন, আবেগের বশে এমন সিদ্ধান্ত নিও না। উনি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। উনি বলেছেন, দোষীরা শাস্তি পাবেই। আমায় ইস্তফার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ করেছেন। আমি বললাম, আমার কথায় আঘাত পেয়ে থাকলে খুবই লজ্জিত। আসলে ওঁর ওপর তো আমার কোনও রাগ নেই'। তাহলে কি ইস্তফা দিচ্ছেন না বৈশাখী? জবাবে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলেন, 'আমার কলেজেরও সকলে আমায় সকাল থেকে ফোন করছেন, বলছেন ফিরে আসার জন্য। ওঁরা বলছেন, আমি না থাকলে কলেজের কী হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে তাতে আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে সরব না। ইস্তফা দেবই। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বৈশাখী বলেছিলেন , 'দিদিকেই বলতে চাই। আপনি কি সত্যিই নির্দেশ দিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়ে চাকরি খেয়ে নেবেন। নাকি আপনার নাম করে অন্য কেউ এসব বলছেন'। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন বৈশাখী। কাঁদতে কাঁদতে বৈশাখী ওই দিন বলেন, 'আমার সম্মান ভূলুন্ঠিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব, উষ্মা হলে, ক্রোধ হলে বকুন। কিন্তু, কেন আপনি এই অন্যায় অবিচার করছেন'?

মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সংগীতের মতো

স্বাগতম দাস শুভময় মৈত্র

১৯২০-র মাঝামাঝি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও সাংস্কৃতিক আঘাতের পুঁজ দগদগ তরছে। ব্রিটিশ-পদানত এই পোড়া দেশে যুদ্ধ সরাসরি থাবা না বসালেও, জন্ম দিয়েছে চরম খাদ্য সংকটের। এরকম সময়ে লন্ডনে থাকাকালীনই, রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি পেলেন ইংল্যাণ্ড থেকে।

এক শ্বেতাঙ্গিনী মা-র চিঠি, সদ্য শেষ হওয়া যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে যাঁর ২৫ বছরের জোয়ান ছেলেকে। সেই মা, সুমান ওয়েন, ভারতীয় কবিকে শোনাচ্ছেন তাঁর ছেলের কথা।

পুত্র উইলফ্রেড ওয়েন যোগ দিয়েছিলেন ম্যানচে,টার রেজিমেন্টে, পদাতিক সৈন্য হিসাবে। অবশ্য ইউলফ্রেডের আরেকটা পরিচয়ও ছিল ---তিনি কবিতা লিকতেন ছেলেবেলা থেকে। যুদ্ধের ভয়াবহতা, ট্রেঞ্চে আটক থাকর যন্ত্রণা, মর্টার শেলের আঘাতে টুকরো হয়ে যাওয়া সহযোদ্ধাদের লাশ উইলফ্রেডের কবিতাকে বদলাচ্ছিল। এই বদল স্বাভাবিক, কারণ সময়টা অসহনীয় --- ১৯১৫ থেকে ১৯১৮-র মধ্যের।

উইলফ্রেডের কবিতায় আঁকা হচ্ছিল বিশ্বযুদ্ধের মর্মন্তুদ সব ধ্বংস-চিত্র। আর সেই অজস্র, অকারণ বিনষ্টের মধ্যেই প্রাণ পাচ্ছিল এই তরুণ কবির কালজয়ী কিছু পঙ্‌ক্তিমালা 'অ্যান্থেম ফর ডুম্‌ড ইয়ুথ', 'দ্য সেন্ড-অফ', ''সোলজার'স ড্রিম'' শিরোনামে। কিন্তু উলফ্রেড ব্যক্তিগতভাবে বোধহয় এই অনর্গল মৃত্যুমিছিলের মধ্যেও খুঁজছিলেন ছন্দ ও বাণীর এক মহোত্তর, উদার আশ্রয়। শুনতে অবাক লাগবেও, সেই আশ্বাস-ভরা প্রশ্রয় তিনি খুঁজে পান হাজার হাজার মাইল দূরের এই পরাধীন দেশের এক ঋষিপ্রতিম প্রাচ্য কবির অনূদিত কবিতায়। সুসানের পত্রে জানা যায়, ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লেখা শেষ চিঠিতে উইলফ্রেড মায়ের কাছে বিদায় চেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা করে। 'গাতাঞ্জলি'-র ৯৬ সংখ্যক কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি আর একবার খুঁজে নেওয়া যাক/ যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'। এক প্রাজ্ঞ, বহুদর্শী কবি বুঝতে পেরেছিলেন হয়তো উইলফ্রেডের মতো সেনানী-কবির বিড়ম্বিত, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১৯১৮ সালের ৪ নভেম্বর, বিশ্বুদ্ধ শেষের ঠিক একসপ্তাহ আগে, ফ্রান্সের যুদ্ধেক্ষেত্রে, জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে প্রাণ গেল উইলফ্রেডের। সেই সেখানে---'যেথায় গেলে হারায় সবাই ফেরার ঠিকানা গো।' হতভাগ্য সুসান জানিয়েছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছেলের যে-জিনিসগুলো ফেরত এসেছিল তাঁর কাছে, তার মধ্যে ছিল একটি নেটবুক। সেই নোটবুকে উইলফ্রেড ওয়েনের নিজের হাতে লেখা ছিল 'গীতাঞ্জলি'-র এই লাইন দু'টি। অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদে। তলায় স্বাক্ষর। আর সেই সূত্রেই সুসান চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেই চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে হতভাগ্য মা কবিরকাছে জানতে চান—কোন

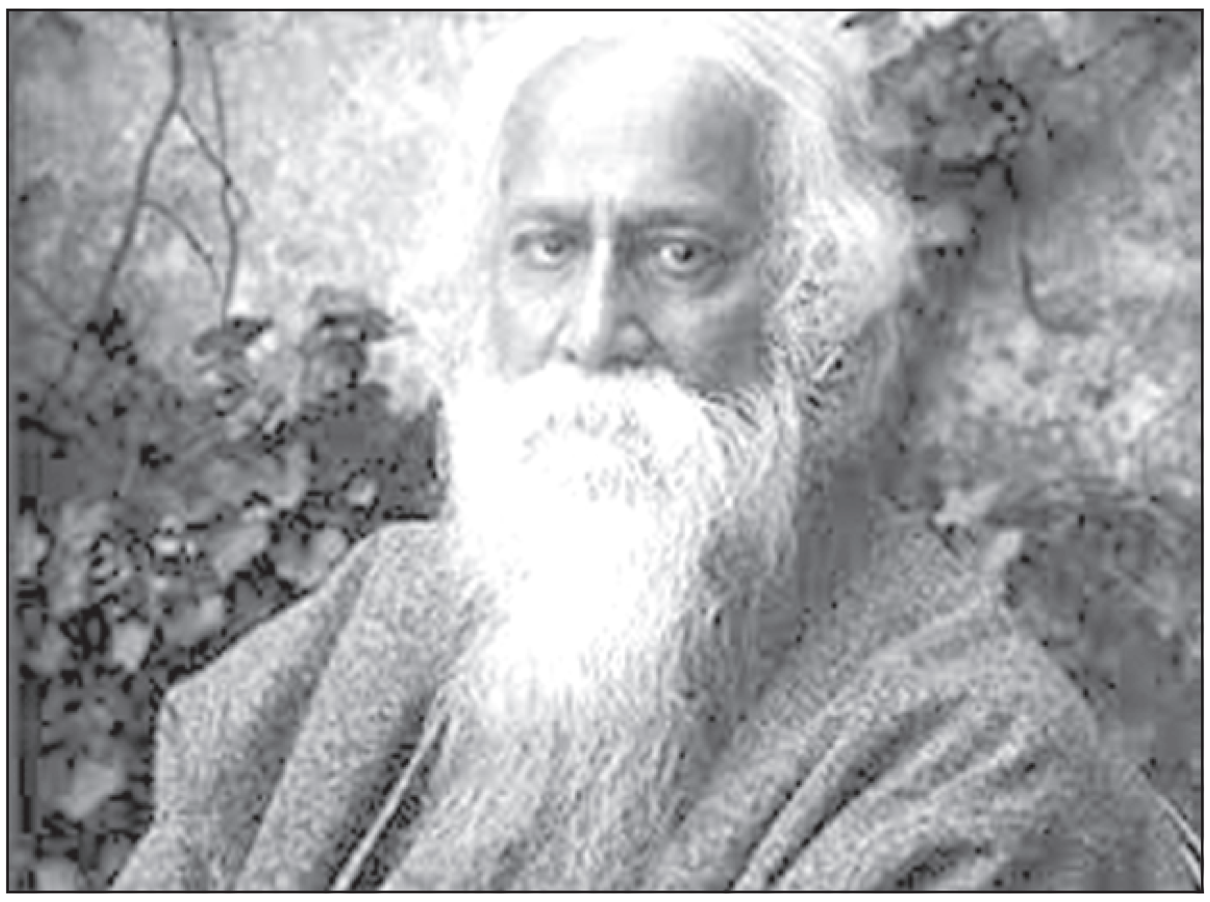

বইতে তিনি খুঁজে পাবেন তাঁর মৃত পুত্রের প্রিয় এই সম্পূর্ণ কবিতাটি।

এভাবে শুধু জীবন নয়, মৃত্যুকাণ্ড বারবার অনুপ্রাণিত করে রবীন্দ্র বাণী। নারায়ণ সান্যালের লেখা 'মৃত্যের্মা অমৃতমএ' বইটিতে এরকমই আরেকটি ঘটনার বিবরণ আছে বিস্তৃতভাবে। প্রথম অঙ্কের ২০টা বছর পার হয়ে পৃথিবীতে শুরু হয়েছে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব। সেই সময় পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরের এক ঋষিপ্রতিম শিশু-চিকিৎসক ও শিশু-সাহিত্যিক ছিলেন হেনরিক গোল্ডাস্মিট। যিনি আবার অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন 'জানুস কোরচাখ' নামে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলেন রবীন্দ্র-রচনার দর্শনে।

কোরচাখ ওয়ারশ শহরের প্রায় কেন্দ্রে একটি অনাথ আশ্রম চালাতেন ১৯৩২ সাল থেকে। প্রায় দেড়শো শিশু, কিশোরও কিশোরীর প্রাণতরঙ্গে উচ্ছল সেই আশ্রমের প্রাঙ্গণ শূন্য করে, ১৯৪০ সালের একদিন, শহর দখল করে থাকা নাৎসি অফিসারদের আদেশে সবাইকে চলে যেতে হল ওয়ারশ ঘেটোতে। ছোট এবং অস্বাস্থ্যকর একটি বাড়িতে। কী অপরাধ? যুদ্ধের দরুন অনাথ ওই শিশুরা প্রেরিতপ্রস্তাবে ইহুদি আর নাৎসি জার্মানির সংজ্ঞায় তারা মানুষের পর্যায়ভুক্ত নয়।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি কোরচাখ বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি এই শিশুদেরজীবন রক্ষা করতে পারবেন না আর আশঙ্কা করছিলেন, অচিরেই এই হতভাগ্যদেরডাক আসবে কোনও নারকীয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে। যেখানে বন্ধুতার হাত বাড়াবে ফার্নেসের আগুন বা গ্যাসচেম্বার। প্রাণাধিক প্রিয় কচিকাঁচাদের কীভাবে তিনি দেবেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস? কোথায় পাবেন কোনও অতিলৌলিক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র? কোরচাখ যখন প্রতি মুহূর্তে অস্থির, তাঁর হাতে এল ডব্লিউ, বি ইয়েট্‌স অনুদিত একটি নাটক 'দ্য পোস্ট অফিস'। রবীন্দ্রনাথর 'ডাকঘর' নাটকরে ইংরেজি অনুবাদ। কোরচাখ যেন পেলেন সংশয়িত মনের মলয়। খুব দ্রুত পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করলেন নাটকটি। তিন সপ্তাহের মহড়া শেষে, আশ্রমের শিশুদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ হল এই নাটক। তারিখ ১৮ জুলাই ১৯৪২। রিহার্সাল এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আশ্রমিক শিশুরা যেন নিজেদের একাত্ম করতে পারল অশুস্থ, অনাথ অমলের সঙ্গে। এক বিষণ্ণ ঘরের জানলায় উৎসুক হয়ে সেই অমল অপেক্ষা করে 'রাজার চিঠি'-র। তার সঙ্গে কথা বলতে আসা মানুষগুলোর মধ্যে সে ছড়িয়ে দেয় নিষ্পাপ ভালবাসার উত্তাপ। আশা করে, একদিন সে ডাকহরকরা হবে, সবারকাছে পৌঁছে দেবে সেই রাজার চিঠি, যাঁকে নাটকে দেখা যায় না একবারও।

এই নাটক অভিনীত হওয়ার কিছুদিন পর, ৫ আগস্ট (মতান্তরে ৬ আগস্ট) ভোরে ঘেটোর সব শিশু, কিশোর-কিশোর-সহ কোরচাখ এবং তাঁর সহকর্মীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রেবলিঙ্কা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। পুলিশি কুকুর লেলিয়ে নির্মমভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়নি। তাঁরা শান্তভাবে, প্রায় শোভাযাত্রা করে, এগিয়ে যান অনস্বীকার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে। বহু নাৎসি অফিসারের সঙ্গে পরিচয় থাকার সুবাদে নিজের বাঁচার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোরচাখ যেতে চাননি তাঁর আশ্রমিক সিশুদের ছেড়ে। সেই হননবেলারধূসর ইতিহাস বলছে, কোরচাখ-সহ তাঁর আশ্রমের অন্যান্য কর্মচারী ও অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল গ্যাসচেম্বারে।

এবার ফিরে আসা যাক এই বাংলায়, কলকাতার বুকে। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই। আলিপুর জেলেরকনডেম্‌ড সেলে বন্দি বাংলার অগ্নিযুগের এক মহানায়ক—বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। মেদিনীপুরের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নির্ভীক সৈনিক দীনেশ, তাঁর আরও দুই সহকর্মী বিনয় বসু এবং বাদল গুপ্তর সঙ্গে জোট বেঁধে বাংলা জুড়ে ব্রিটিশ অফিসার ও গোর্খা রেজিমেন্টের বেতনভুক, রাইফেলধারী সৈনিকদেরবিরুদ্ধে। ইংরেজরা জীবন্ত ধরতে পেরেছিলেন শুধু দীনেশকেই। যথারীতি ফাঁসির সাজা হয়েছিল। যে কনডেম্‌ড সেলের নাম শুনলে ঘাঘু অপরাধীরা আতঙ্কে আধমরা হয়ে যেত, সেখানে মাস ছয়েক থাকার ফলে বছরকুড়ির দীনেশের শারীরিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর মানসিক প্রশান্তির সঙ্গী ছিল রবীন্দ্রনাথের'বালকা'। জেল থেকে ৯২টি চিঠি (চিঠিগুলি পড়তে পারেন শৈলেশ দে-র 'অআমি সুভাষ বলছি' বই থেকে) তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রিয়জনদের—মা , বউদি, ভাই। সেই সময়ের 'বণু' নামের বাংল ামাসিক পত্রিকায় দীনেশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই চিঠিগুলো পড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বাংলার মানুষ। বিস্মিত হয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ দাঁড়ানো তরুণ বিপ্লবীর এত পরিণথ জীবনবোধের পরিচয় পেয়ে। ঐতিহাসিক সেসব চিঠিতে দীনেশের নিজস্ব চিন্তনের সঙ্গী হিসাবে প্রতিনিয়ত পাশে থাকত জাগ্রত রবীন্দ্র-স্বর। ১৯৩১ সালের ৬ জুলাই ভারে ফাঁসি হয় দীনেশের। এর ঠিক তিনদিন আগে আলিপুর সেন্টাল জেল থেকে মণিদি-কে শেষ চিঠি লেখেন তিনি। দীনেশও অন্তিম কথাগুলো বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেই—'শুধু জানি, যে শুনেছ কানে/ তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে /সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন, /নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি মৃত্যুর গর্জন/ শুনেছে সে সংগীতেরমতো।........' মৃত্যু তো জীবনের একটি দৈনন্দিন ঘটনা কিন্তু এভাবে ইস্পাতকঠিন অচঞ্চল স্নায়ু নিয়ে প্রতিকারহীন মৃত্যুর সামনে শান্ত দাঁড়ানো। মৃত্যুর যন্ত্রণাময় শেষ হিসাবে না-দেখে একটি উত্তরণের পর্যায় ভাবা। খুব কঠিন।

দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে এই ধেকার দৃষ্টিকোণ তৈরি করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,তাঁর রচনার মাধ্যমে। যাঁরা ভাবেন তুমি শুধুই পঁচিশে বৈখাশ, তুমি শুধুই বাইশে শ্রাবণ---তাঁদের দিকে তাকিয়ে একবার হেসে বলতে হয়, 'না' 'না' 'না'। (সৌজন্যে প্রতিদিন)

শ্রীরূপের অবস্থান

মন্দারক্রান্ত সেন

যশোধরা এখন একটু-আধটু বিছানা ছেড়ে ওঠেন। সরোজিনী তো যশোধারা বাড়ি আসার পর আসতেনই। এখন আসে পারমিতা। সরোজিন জানেন, এই মেয়েটি রিন্টুর বউ হবে। বিয়ের আগে তারএ বাড়িতে যাওয়া-আসায় সরোদিনীর মৃদু আপত্তি ছিল। যশোধরা বলেছেন, 'ওর মা-বাবা নেই, মা। আর ওকে দেখে আমার মনে হয়, ছেলে আমার শান্তিতে আছে। আমিই ওকে আসতে বলেছি।'

পারমিতা ভাঙা শরীর একটু সেরেছে। এমনকী যা সে কস্মিনকালেও করেনি, রোজ রাত্তিরে শোয়ার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রিম মাখে। সরোজিনী আড়ালে যশোধরাকে বলেন, 'আমার নাত বউয়ের দেখি বিয়ের জল গায়ে না পড়তেই জেল্লা বেড়েছে।' হ্যাঁ, যশোধরারও মনে হয় পারমিতার রূপ খুলেছে। আগের সেই শুকনো চেহারাটা আর নেই।

শ্রীতমার সঙ্গে তার দিব্যি বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। মনের কথা দেওয়া-নেওয়া চলে। পারমিতাদির আর দাদার প্রেমের কাহিনি শুনে সে উদ্বুদ্ধ। এই না হলে তার মা। সে বলে, 'এইজন্যেই আমি মাকে এত ভালবাসি, জানো। পারমিতা বলে 'মাকে ভালবাসতে খুব একটা কিছু কারণ লাগে না রে শ্রীতমা। আর বাবও তো মত দিয়েছেন। সে শ্রীতমাকে মুনিয়া বলে না। শ্রীতমা বোঝা, ওই একটা ডাকে সে তার 'শ্রী' -কেই খোঁজ। শ্রীরূপকেও তো সে শ্রীরূপ নামেই ডাকে। সেদিন পারমিতা দুপুর দুপুর এল। যশোধরা বললেন, শোনা পারু, কাছে আয়।

—আসছি মা, বলো।

—শোনে, মুনিয়ার সঙ্গে তো খুব গল্প-সল্প হয়। কী নিয়ে কথা বলিস রে তোরা? পারমিতা প্রমাদ গোনে। সে শ্রীতমার কাণ্ড জানে। সে কী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, সব। সেসব কি এখন যশোধরাকে বলা যায়? সে সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দেয়—'ওই ওর কলেজের কথা। কী হল, না হল। আমিও আমার ছাত্র,ছাত্রীদের কথা, কুকুর, বেড়ালের কথা বলি। ওকে একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব, মা? আমার আহ্বাদী কুকুরটাকে ওর খুব দ্যাখার ইচ্ছে'। সে সুচারুভাবে কথা ঘোরানোর চেষ্ট করে। যশোধরা বলেন, নিয়ে যাবি । তাতে কী? তবে সাবধানে, কামড়ে-টামড়ে না দেয় আবার।'

—না না, কামড়াবে কেন? সব তো আমার পোষা। কিছু করবে না। সে প্রসঙ্গ পাল্টাতে সফল হয়ে তখনকার মতো যশোধরার সামনে থেকে সরে আসে।

সে এ বাড়িতে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। শুধু সম্মানের সঙ্গে নয়, আদরের সঙ্গে। তাকে কেউ এর আগে 'পারু' বলে ডাকেনি। তার ভবিষ্যৎ শাশুড়ি তার সঙ্গে মায়ের মতোই ব্যবহার করেন। তুই বলে কথা বলেন। পারমিতা নিজের জীবনের কোনও তলকূল পায় না। কী করে সম্ভব হল এই সব । শ্রীরূপের এই সর্বগ্রামসী ভালাবাসার প্রতিদান সে কীভাবে দেবে। অত ভালবাসা কি তার হৃগয়ে আছে। ও কবে ফিরবে ঠিক নেই। ার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু আজও শ্রীরূপ চিঠি লেখে। সাম্প্রতিকতম চিঠিতে লিখেছে—'আমার আগেই আমার সংসারকে বিয়ে করে ফেলেছে না কি। মা বলল তুমি এখন প্রায় এখানেই থাকে। আমি কিন্তু গিয়ে ফ্ল্যাট কিনব। নইলে তোমার ব্রিগেড দেখবে কে।

আতিফ যশোধরাকে দেখতে নার্সিংহোমে যায়নি। শ্রীতমাই তাকে বারণ করেছিল। এমনকী বাড়িতেও আসতে দিচ্ছে না। সবাই সব বুঝে ফেলবে। বিযেশ করে মা। যে মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারে না, সে হঠাৎ উঁচু ক্লাসের একটি ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসবে কী করে। মায়ের জায়গায় সে থাকলেও বুঝতে। কাজেই তার শুধু মনখারাপ করে। আদৌ কি কথা কাউকে জানানো যাবে? এক শুধু পারমিতাদিই তার কথা শুনেছে। পারমিতাদিই হঠাৎ একদিন তাকে জিজ্ঞাস করে বসেছিল---'শ্রীতমা, কাউকে ভালবাসিস?'

শ্রীতমার হাতের পাতা জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কাষ্ঠ হেসে বলল, 'এই তো তোমাকে ভালবাসি, বাবাকে, মাকে, দাদাকে..........'

—চুপ কর। আমি কী বলছি, ভালই বুঝতে পেরেছিস। শ্রীতমা ঘাড় নিচু করে বসে থাকে। তার শরীরী ভাষা স্পশ্ট। পারমিতা জিজ্ঞাস করল—'কে রে?'

কোনও উত্তর নেই। পারমিতা শ্রীতমার চিবুকটা ধরে মুখটা তুলে ধরার চেষ্টা করল। শ্রীতমা চোছ বুজে আছে। চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

পারমিতা বলল, 'কে রে বাবু? আমায় বলবি, যদি ইচ্ছে করে। যদি বিশ্বাস করিস।' শ্রীতমা এতটা নাকের জলে-চোখের জলে ভাসতে চায়নি। তার নিজের ওপর বিরক্ত লাগে। চোখ-নাক মুছে সে বলল, 'এখন না, পরে বলব' যশোধরা মেয়েকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করেন। আগে এলোমেলো ছিল। এখন যেন একটু সাজে। আগে এক জামা টানা তিনদিন পরত, এখন রোজ পোশাক বদালয়। মেয়ের এই পরিবর্তন তাঁকে ভয় পাওয়ায়। কী হল ওর। কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। সেটা ভাল, না খারাপ? সরল, না জটিল? তিনি ওকে জিজ্ঞাস করতে ভয় পান। আপনমনে থাকা মেয়ে তাঁর। তাঁর প্রশ্নে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে,কে জানে। কাজেই আবারতিনি পারমিতার শরণাপন্ন হন। বলেনু, 'মুনিয়া কিন্তু আর আগের মতো নেই। কী মতিগতি হয়েছে কে জানে।'

পারমিতার আবার বুক টিপটিপ করে, বলে 'কী আগের মতো নেই মা?'

—আগে সাজের দিকে মন ছিল না, এখন কলেজেও যায় সেজেগুদে, চোখে কাজল পরে।;

—বড় হচ্ছে,মা। আর কাজল তো ওকে মানায়, অমন সুন্দর চোখ।

—কথা ঘোরাস না পারু। তুই সব জানিস। তোরা সব একেকজন কী যে করিস, কিছুই বুঝি না। পারমিতা কথা বলেন না। ভাবে আচ্ছো, তাকে যদি মা মেনে নিয়ে থাকেন, শ্রীতমারওই মুসলিম প্রেমিককে কেন মানতে পারবেন না। সে ঠিক করে শ্রীতমারসঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করবে। সময় পেয়ে সে শ্রীতমাকে বলল, 'শোন, তোর আতিফদাকে একদিন বাড়ি নিয়ে আয়। মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে'। শ্রীতমা অবাক হয়ে বলে 'দিয়ে?'

—আমি থাকব তখন। দেখি কী করা যায়। শ্রীতমা আতিফকে গিয়ে বলল, 'তুমি একদিন আমাদেরা বড়িতে এসো। মা-বাবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক'।

—সে কী! হঠাৎ এত সাহস যে!

—পরিমিতাদি, আমার উড বি বউদি, বলল।

---তারপর যা হবে, সেটা সামলাবে কে, তোমার উড বি বউদি?

---আমি জানি না, জানি না আতিফদা! কতদিন লুকিয় রাখবে? বিশেষ করে মা-র কাছ থেকে? বলেই সে যোগ করে---'কেনই বা রাখব?' পারমিতার সেদিন পড়ানো ছিল না। বিকেলেই সে হাজির। সে জানত শ্রীতমা আর আতিফ সন্ধের আগে আসবে না। ওরা সাড়ে ছ'টা নাগাদ এল। পারমিতাই দরজা খুলল। গলা তুলে যশোধরাকে বলল, 'মা, শ্রীতমা ফিরেছে। ওর এক বন্ধুও এসেছে তোমাকে দেখতে।'

যশোধরাে বললেন, 'বাব্বাঃ মুনিয়া, আজ এত দেরি। আয় বন্ধুকে নিয়ে আয়'। তিনি ধরেই রেখেছিলেন মুনিয়ার বন্ধু মান, ক্লাসের কোনও মেয়ে। মুনিয়ার বন্ধু মানে, ক্লাসের কোনও মেয়ে। মুনিয়ার সঙ্গে একটি ছেলেকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর সাংসারিক মেধা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে জানান দিল—ও আছে, এই জন্যেই মুনিয়া আজকাল কাজল পরে। তিনি অবাক গলায় বললেন, 'তুমি মুনিয়ার বন্ধু? নাম কী তোমার? ছেলেটি মুখ খোলার আগেই শ্রীতমা উত্তর দিল। সে আজ অত্যন্ত সপ্রতিভ। সবরকম আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। সে বলল, 'ওর নাম আতিফ। আতিফ আসলাম।'

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

জাতীয় আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় বিভিন্ন সংগঠন'র উদ্যোগে র‍্যালি। শুক্রবার তোলা। ছবি-নিজস্ব

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য নতুন উদ্যোগ বনদফতরের

সুন্দরবন, ৯ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন হচ্ছে দিনের পর দিন। আর সেই পরিবর্তিত বাস্তুতন্ত্রের ফলে বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে সুন্দরবনের বুকে। বাস্তুতন্ত্রের এই পরিবর্তন ও তার ফলে সুন্দরবনে বেড়ে ওঠা সমস্যা গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলি সমাধানের জন্য উদ্যোগী হল রাজ্য বন দফতর। ডাবলু ডাবলু এফ(ওয়ার্ল্ ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার), ডিসকভারি ইন্ডিয়া, আই এস এস আর কলকাতা ও রাজ্য বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা গঠনের কাজ শুরু হল সুন্দরবনে। বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের সজনেখালীতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল(বন্যপ্রাণ) রবিকান্ত সিনহা, অতিরিক্ত মুখ্য বনপাল পিয়ার চাঁদ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা নীলাঞ্জন মল্লিক, ডাবলু ডাবলু এফের সিও রবি সিং, ডিসকভারি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেঘনা টাটা সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সম্প্রতি সারা দেশের সাথে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু বাঘের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না, বাঘকে রক্ষাও করতে হবে। আর সেই কারণেই বাঘ যে এলাকায় থাকে সেই এলাকাকেও রক্ষা করার আগে প্রয়োজন বলেই দাবী করেন বনমন্ত্রী। সমুদ্রের নোনা জল ও নদীর মিষ্টি জলের ক্রমাগত মিশ্রনের ফলে প্রতিনিয়ত যেভাবে সুন্দরবনের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তাতে কপালে যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পরিবেশবিদদের। নদী গুলির জলে লবনতা বৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যেই সুন্দরী গাছের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে সুন্দরবনে। ব্রাত্য বলেন, "সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। তাই বাস্তুতন্ত্রের এই পরিবর্তন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এবং কিভাবে সুন্দরবনকে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে আগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে"।

বৃহস্পতিবার সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ভাসমান বোট, একটি স্পীড বোট ও একটি বাস্তুসংস্থান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী। এই সরঞ্জামগুলি দিয়ে সুন্দরবনের আবহাওয়া, জলবায়ু সহ বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের উপর নজরদারি চালানো হবে। যদিও ২০১৫ সাল থেকেই ডাবলু ডাবলু এফ সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় এই জলবায়ু পরিবর্তনের উপর কাজ শুরু করেছে। টানা গত এক বছরে সুন্দরবনে কিভাবে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে এদিন সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট ও ঐ সংস্থার তরফ থেকে তুলে দেওয়া হয় বনমন্ত্রীর হাতে। বন দফতরের সাথে যৌথভাবে এই বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনের উপর কাজ করছে সরকারি সংস্থা আই এস ই আর কলকাতা। এই সংস্থার অধ্যাপক ডঃ পুন্যশ্লোক ভাদুড়ী বলেন, " প্রতিনিয়ত সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন হচ্ছে। যার ফলে এই সুন্দরবনের জল, জঙ্গল ও আশপাশের জনজাতির উপর ও তার প্রভাব পড়ছে। এই পরিবর্তনের ফলে বেশ কিছু জীব বৈচিত্র ইতিমধ্যেই সুন্দরবনের বুক থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। তাই এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে কি কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে এবং কিভাবে এর সমাধান করা যায়, সেই বিষয়েই কাজ শুরু হয়েছে"।

ইসলামপুরে তৃণমূল নেতা খুন

ইসলামপুর, ৯ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরে ইসলামপুরে জেলা পরিষদের সদস্যের স্বামী তথা তৃণমূল নেতাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । মৃতের নাম কৃপাসিন্ধু পোদ্দার। ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ পৌঁছেছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ ইসলামপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইসলামপুর থানার গোয়ালপুকুর থানার নন্দজেল এলাকার বাসিন্দা কৃপাসিন্ধু পোদ্দার। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ সুপার। মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী মামনি পোদ্দার জানিয়েছেন তার অনেক শত্রু ছিল। তাকে পরিকল্পিতভাবে মারা হয়েছে। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো ইসলামপুর হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে জানা যাবে এটা খুন না আত্মহত্যা।

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড় থানা এলাকার অন্তর্গত শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নভারন্ড গ্রামে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলাতে অভিযোগ ওঠে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সক্রিয় তৃণমূল কর্মী কিশোর সমন্তের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়স্ত্র নিয়ে চড়াও হয়ে হামলা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তৃণমূল কর্মী কিশোর সামন্তের অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় তার বাড়ির সামনে বাইকে করে আসে ১৫-১৬ জনের দুষ্কৃতীর দল। তারা এসেই হাঁকডাক শুরু করে দেয়।

ব্যালট পেপার ফেরানোর কোনও প্রশ্নই নেই, জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : কলকাতায় পা রেখেই ব্যালট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মনোভাব স্পষ্ট করে দিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা।

লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই ইভিএমের বদলে ব্যালট ফিরিয়ে আনার জন্য জোর সওয়াল করছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেও তিনি এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী দেন। শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেই তৃণমূল নেত্রী জানিয়ে দেন, ইভিএমে আর ভোট নয়, ব্যালট ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনে আন্দোলন করা হবে। কিন্তু কমিশন যে ব্যালট ফেরাতে নারাজ তা সুনীল অরোরার কথাতেই স্পষ্ট। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ শুধু তৃণমূল নয়, দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তুলেছে বারবার। ইভিএমে কারচুপি করেই প্রতিবার নির্বাচনে জিতছে বিজেপি, এমন অভিযোগও শোনা গিয়েছে আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল এমনকী সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের গলাতেও। অনেকে ব্যালটে ভোট করানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবিকে সমর্থন করেছেন। এবিষয়ে কমিশন কী ভাবছে? শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা বলেন, 'ব্যালট পেপার অতীত। ব্যালট পেপার ফেরানোর কোনও প্রশ্নই নেই। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ আছে।'

দু"দিনের সফরে আজ কলকাতায় এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা ও উপ নির্বাচন কমিশনার সন্দীপ জৈন। বাংলায় এনআরসি চালু করা নিয়েও মুখ খুলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। রাজ্যে এনআরসি চালু হবে না, এমন ইঙ্গিত অবশ্য মেলেনি সুনীল অরোরার কথায়। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগে শীর্ষ আদালতের রায় প্রকাশ্যে আসতে দিন। তার আগে কিছু বলতে পারব না। অসমের জন্য সময় নির্ধারিত করে দিলেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত রায় দেয়নিঊ সেক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের রায় নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিষ্প্রয়োজন", জানিয়েছেন অরোরা। একাধিকবার বাংলায় এনআরসি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সূত্রের খবর, সকালে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে গ্র্যান্ড হোটেলে আসেন। এর পর সল্টলেকে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুডিশিয়াল সায়েন্সেসে এক আলোচনাচক্রে যোগ দেন ঊ শনিবার সকালে ১১ টায় জোকায় আইআইএম -এর একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিতে যাবেন। সেখান থেকেই দিল্লি যাওয়ার জন্য চলে যাবেন দমদম বিমানবন্দর।

কাশ্মীরের পরিস্থিতিতে দুপক্ষকে সংযত থাকার আবেদন রাষ্ট্রসংঘের

নিউ ইয়র্ক, ৯ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুয়াত্রেস। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার কয়েকদিন এবিষয়ে জানান, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা নয়, সিমলা চুক্তি মেনেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফানি দুয়ারিক বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। আমরা যথাসাধ্য সংযত থাকার জন্য দু'পক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি। গত সোমবারই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করা হয়। জম্মু-কাশ্মীরকে ভেঙে তৈরি হচ্ছে দু'টি স্বশাসিত অঞ্চল। ভারত সরকারের এই পদক্ষেপকে একপেশে ও বেআইনি বলে মন্তব্য করে পাকিস্তান। তারা জানায়, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি নিয়ে সরব হবে। ১৯৭২ সালে ভারত-পাকিস্তান চুক্তির কথা উল্লেখ করে স্টেফানি বলেন, তাতে বলা হয়েছিল, শান্তিপূর্ণ পথে জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে রাষ্ট্রসংঘের সনদ। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের আবেদন, কোনও পক্ষই যেন এমন পদক্ষেপ না করে যাতে জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষতি হয়। রাষ্ট্রসংঘ তার সনদ অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে অবস্থান নেবে। রাষ্ট্রসংঘ ঠিক কী অবস্থান নিতে চলেছে জানতে চাইলে স্টেফানি বিস্তারিত জানাননি। তবে কাশ্মীরে যেভাবে কড়াকড়ি করা হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মহাসচিব এখন ভারত ও পাকিস্তান, দুই দেশের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলছেন। তবে কাশ্মীর নিয়ে তিনি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোনও বিবৃতি দেবেন না।

দিল্লিতে গ্রেফতার নীরজ বাওয়ানা গ্রুপের ৯ জন সদস্য, উত্তর প্রদেশে এনকাউন্টারে জখম কুখ্যাত অপরাধী

নয়াদিল্লি ও হারদৌই, ৯ আগস্ট (হি.স.): ফের সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশঊ নীরজ বাওয়ানা গ্রুপের সদস্য ৯ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশঊ ৯ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজঊ দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় রীতিমতো কুখ্যাত গ্যাংস্টার গ্রুপ হিসেবে পরিচিত নীরজ বাওয়ানা গ্রুপঊ এই গ্রুপের প্রধান নীরজ বাওয়ানা বর্তমানে তিহার জেলে বন্দীঊ কুখ্যাত এই গ্রুপেরই ৯ জন সদস্যকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জখম হয়েছে একজন কুখ্যাত অপরাধীঊ বৃহস্পতিবার রাতে হারদোই জেলার শাহবাদা এলাকার আঞ্জি রেলওয়ে ক্রসিংয়ের কাছে মোটরবাইক আরোহী দু'জন দুষ্কৃতীকে থামতে বলেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাঊ তখনই পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীরাঊ পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে রুখসাদ নামে একজন দুষ্কৃতী আহত হয়ঊ তৎক্ষণাৎ রুখসাদকে গ্রেফতার করা হয়ঊ রুখসাদের সঙ্গী পালিয়ে যায়ঊ এনকাউন্টারে আহত হয়েছেন স্টেশন হাউস অফিসার সঞ্জীব কুমার শর্মাঊ পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর, সীতাপুর এবং ফারুখাবাদে বহু ফৌজদারী মামলা ঝুলছে।

ফের অগ্নিকাণ্ড দিল্লিতে, এলএনজেপি হাসপাতালের তিন-তলায় আগুন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড রাজধানী দিল্লিতেঊ এবার আগুন লাগল দিল্লির লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালেঊ শুক্রবার দুপুরে লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালের তিন-তলায় একটি রুমে আগুন লাগেঊ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাতঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে হাসপাতাল চত্বরে আসে দমকলের মোট পাঁচটি ইঞ্জিনঊ আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালে আগুন লাগেঊ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে শর্টসার্কিটের কারণে এলএনজেপি হাসপাতালে তিন-তলায় একটি রুমে আগুন লাগেঊ আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ এলএনজেপি হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় নতুন রেকর্ড রেলের

হুগলি, ৯ আগস্ট (হি. স.) : ট্রেনে যাত্রী চড়ায় সর্বকালের নতুন রেকর্ড তৈরি করল হুগলির তারকেশ্বর রেল স্টেশন। গত সোমবারে ট্রেনে চড়ে শ্রাবণী মেলায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষ পুজো দিতে যান তারকেশ্বরে।

ওইদিন টিকিট বিক্রির পরিসংখ্যান দিয়ে হাওড়ার সিনিয়র ডিসিএম রজত রঞ্জন বলেন - 'এই রেকর্ড সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে'। ১৮৮৫ সালে তারকেশ্বর রেল স্টেশন তৈরি হয়। এখন জনপ্রিয়তার নিরিখে হাওড়া ডিভিশন এর অন্যতম মূল স্টেশন তারকেশ্বর। প্রতিবছর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে তারকেশ্বরে। বাবা তারকনাথের মন্দিরে যাওয়ার অন্যতম প্রধান পথ তারকেশ্বর রেল পথ। তাই তারকেশ্বর রেল স্টেশনে একাধিক পরিষেবা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ব রেল।

দিল্লি-মহারাষ্ট্র-সহ চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন : নির্বাচনী দায়িত্বভার বন্টন করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): আর মাত্র কয়েক মাসের অপেক্ষাঊ তারপরই দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানা, এই চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবেঊ চার রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)ঊ দিল্লি, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানা, এই চার রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী দায়িত্বভার বন্টন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী ইন-চার্জ) অর্পণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের কাঁধেঊ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে সহকারী নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী কো-ইনচার্জ) দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইকে।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন : মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী ইন-চার্জ) অর্পণ করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদবের কাঁধেঊ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে সহকারী নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী কো-ইনচার্জ) দেওয়া হয়েছে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন বিধায়ক লক্ষ্মণ সাভাড়িকে।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন : ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী ইন-চার্জ) দেওয়া হয়েছে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ওমপ্রকাশ মাথুরের কাঁধেঊ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে সহকারী নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী কো-ইনচার্জ) দেওয়া হয়েছে বিহারের মন্ত্রী নন্দ কিশোর যাদবকে।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী ইন-চার্জ) অর্পণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমারের কাঁধেঊ হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে সহকারী নির্বাচনী দায়িত্বভার (নির্বাচনী কো-ইনচার্জ) দেওয়া হয়েছে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংকে।

অসম ঃ পা খুইয়েছেন অগ্নিদগ্ধ যুদ্ধবিমানের এক পাইলট, তেজপুর সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অপরজনও

তেজপুর (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে অগ্নিদগ্ধ ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান সুখই এমকেআই ৩০-এর দুই স্কোয়াড্রন লিডারের একজন এখনও সংকটজনক। আহত দুই স্কোয়াড্রন লিডার তথা পাইলট আই মিশ্র এবং টি সান্ত্রার চিকিৎসা চলছে সেনা হাসপাতালে। জানা গেছে, তাঁদের একজনের একটি পা দু টুকরো হয়ে গেছে। ঘটনা শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে মিলনপুর গ্রামে গতকাল রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছিল।

খবরে প্রকাশ, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে শোণিতপুরের জেলা সদর তেজপুরের শালিনিবাড়ি সেনাঘাঁটি থেকে দুই পাইলট রুটিন মহড়ায় আকাশে উড়েছিলেন সুখই এমকেআই ৩০ যুদ্ধবিমান নিয়ে। বিমানটি আকাশে উড়ার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগে বিমানে আচমকা আগুন ধরে যায়। বুদ্ধিমত্তার জেরে দুই পাইলট ঘন জনবসতিপূর্ণ মিলনপুর গ্রামের মধ্যবর্তী ধানখেতে জরুরি অবতরণ করে প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপান। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ বিমানটি বিকট শব্দ করে খেতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। কন্টোলরুমের মাধ্যমে খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ চারটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে যায় সেনাবাহিনীর দল। জলে-কাদায় পরিপূর্ণ খেতের দূর থেকে হিউজ পাইপ দিয়ে জল ছুঁড়ে বিমানের আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা বিফল করে বিমানটি পুরোপুরি ভস্ম হয়ে যায়।

এদিকে, সেনা বাহিনীর আরেক দল অগ্নিদগ্ধ বিমানের দু পাশ থেকে দুই স্কোয়াড্রন লিডার আই মিশ্র এবং টি সান্ত্রাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালে। তাঁদের একজনের পা নাকি দু টুকরো হয়ে গেছে। তবে এ খবরের সত্যতা এখনও সরকারিভাবে জানা যায়নি। সূত্রের খবর, তাঁদের দুজনের সংকট এখনও কাটেনি।

অন্যদিকে গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, রাত তখন আট-সাড়ে আটটা। বিকট শব্দ শুনে তাঁরা ঘরের বাইরে এসে দেখেন ধানখেতে মুখ থুবড়ে পড়েছে যুদ্ধবিমান। বিমানটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, ভূতলের সামান্য ওপরে থাকায় তাঁদের প্যারাস্যুটগুলো যথাযথভাবে না খোলায় মাটিতে আছড়ে পড়ে আহত হয়েছেন দুই পাইলট। তবে দুই পাইলটের বিচক্ষণতায় গোটা মিলনপুর গ্রাম রক্ষা পেয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত যদি গ্রামে এই অগ্নিদগ্ধ বিমানটি পড়ত, তা-হলে বাড়িঘর-তো পুড়তোই, মানুষও মারা যেতেন, বলেন গ্রামের মানুষজন।

দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীর মুখে অ্যাসিড হামলা, বারুইপুরে গ্রেফতার অভিযুক্ত স্বামী

বারুইপুর, ৯ আগস্ট (হি.স.): দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীর মুখে অ্যাসিড হামলা! দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সুচিত্রা নস্কর (গাজী) নামে ওই গৃহবধূর মুখের অর্ধেক অংশ পুড়ে গিয়েছে। গত সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাট এলাকায়। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী সইদুল গাজী পালিয়ে গেলেও, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই গৃহবধূকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চারদিন চিকিৎসার পর খানিকটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন সুচিত্রা। তবে, এখনও ক্ষত রয়েছে তাঁর মুখের পুড়ে যাওয়া অর্ধেক অংশে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি চোখও।

২০০৪ চার সালে সুচিত্রা নস্করকে বিয়ে করে সইদুল গাজী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী থাকলেও সুচিত্রাকে বিয়ে করে সইদুল। ফলে সংসারে সাময়িক অশান্তি শুরু হয়। সব মানিয়ে নিয়ে চলছিল ঠিকই। দম্পতির একটি বছর ১৪-র ছেলেও রয়েছে। কিন্তু, বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই প্রথম স্ত্রীর চাপে সুচিত্রার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করে সইদুল। সন্তান ও স্ত্রীকে খেতে পড়তে দিতে অস্বীকার করে। অনেক কষ্টে কয়েক বছর কাটিয়ে, শেষ পর্যন্ত স্বামীর ঘর ছেড়ে গত পাঁচ বছর আগে বারুইপুর থানার অন্তর্গত মদারাটে ছেলেকে নিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠেন সুচিত্রা। সংসার চালানোর জন্য মদারাট কালিতলায় শুরু করেন সব্জি ব্যবসা। মাঝে মধ্যেই সুচিত্রা ও ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আসত সইদুল। সব ঠিকই চলছিল, কিন্তু সম্প্রতি স্ত্রীকে বিভিন্ন কারণে সন্দেহ করতে শুরু করে সইদুল। আর এ নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়। আর এই অশান্তির জেরেই গত সোমবার ভোরে সুচিত্রা ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া মাত্রই সইদুল প্রথমে ছুরি দিয়ে আঘাত করে স্ত্রীকে। এরপর তাঁর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। মায়ের চিৎকার শুনে ঘর থেকে ছেলে রাজু নস্কর বেরিয়ে এসে বাবাকে ধরার চেষ্টা করলেও পারেনি। প্রতিবেশীদের সাহায্যে মাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় রাজু। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরেছেন সুচিত্রাদেবী। ঘটনার পর বাবার বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে রাজু। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে সইদুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করছে বারুইপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

জটিলতা কাটিয়ে কেআইআইএফ-এর নয়া চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী

কলকাতা,৯ আগস্ট (হি.স.):অবশেষে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (কেআইআইএফ) চেয়ারম্যান পদ নিয়ে জল্পনা অবসান ঘটল ঊ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বদলে কমিটির নতুন চেয়ারম্যান পদে মনোনিত হলেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ঊ আজ শুক্রবার কেআইআইএফ এর তরফে অ্যাডভাইজারি কমিটির তালিকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়ে সে কথা। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে তুমুল উৎসাহ থাকে সিনেপ্রেমিদের মনে। আর এই বছর ২৫ বছরে পা দেবে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। তাই কমিটির ব্যস্ততাও তুঙ্গেঊবেশ কিছু দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিলো কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ।তবে, এতদিন অফিসিয়ালি জানানো হয়নি সে কথা। তবে, আজ শুক্রবার বিকেলে দিল্লিতে যখন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা হচ্ছে, নবান্নেও তখন আলোচনার বিষয় সিনেমা। এ দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ২৫তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অ্যাডভাইজারি কমিটি ঘোষণা করে নবান্ন। এ ব্যাপারে সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয় ।চেয়ারম্যান পদে রাজ চক্রবর্তী। মুখ্য উপদেষ্টা পদে মনোনিত হলেন অরূপ বিশ্বাস ও কো-চেয়ারম্যান পদে মনোনিত হলেন ইন্দ্রনীল সেন তাছাড়াও কমিটির সদস্যপদে রয়েছেন, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ রায় , রঞ্জিত মল্লিক, অরিন্দম শীল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্তনের আকারের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক ! দাবি গবেষকদের

নারী জীবনে স্তন নিয়ে নানা খুঁতখুতানি। মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা বলে, স্তনের আকৃতি একপ্রকার মানসিক জটিলতার জন্ম দেয়। তাই অসুখ থেকে অবসাদ, বহু ক্ষেত্রে বক্ষ একটা বিসয় হয়ে দাঁড়ায়। শুদু তাই নয়, এর সঙ্গে ক্যান্সারের ও সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন সমীক্ষকরা।

সম্প্রতি অ্যাংলিয়া রাসকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বীরেন স্বামী ও ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের গবেষক অ্যাড্রিয়ান ফার্নহ্যাম একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, যেসব মহিলাদের স্তন 'আকারে ছোট' তাদের মধ্যে নিজেদের স্তন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রবল। ফলে স্তনে কোনও পরিবর্তন দেখা দিলেও, তাঁরা চিকিৎসকের কাছে যেতেও আগ্রহ দেখান না। প্রায় ৪০০ ব্রিটিশ মহিলার উপর সমীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের স্তনের আকার নিয়ে অসন্তুষ্ট। মহিলাদের ৩১ শতাংশ 'ছোট স্তনে'র পক্ষে। ৪৪ শতাংশ মহিলা আবার চান বড় স্তন।' অন্যদিকে, ৩৩ শতাংশ মহিলার দাবি, তাঁরা নিয়মিত স্তন পরীক্ষা' করান না। এদের অধিকাংশই আকারে ছোট স্তনে'র অধিকারী।

গবেষকদের বক্তব্য, কোনও মহিলার নিজের স্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, সেখানে কোনও পরিবর্তন ঘটলে তিনি সহজেই তা বুঝতে পারেন। গবেষক বীরেন স্বামীর দাবি, মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গিয়েছে,স্তনের আকার নিয়ে কারও কোনও অসন্তুষ্টি থাকলে তিনি নিজের স্তন পরীক্ষা করান খুবই কম। এমনকী কোনও পরিবর্তন ঘটলে চিকিৎসকদের কাছে তাঁরা অনেক দেরিতে গিয়ে পৌঁছন। ফলে ক্যান্সারের মতো রোগের ক্ষেত্রে তা ধরা পড়তে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। আর তাই বহুক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে বেস্ট ক্যান্সার।

সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে।

দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব

আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি। যেমন—

কখন ঘুমাতে যাবো?
কী পরবো?
কী খাবো, এখন না পরে?
স্নান করবো কী করবো না?
ছাতা নেবো কী নেবো না?

কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?

কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?

কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা? এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাাদের নিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।

বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?

মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। মোটিভেশন ও ডিপ্রেশন পরস্পর বিরোধী। মোটিভেশন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া ধীর হয়েযায়। গবেষণায়, বিষন্নতাকালীন বৈকল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দৈহিক সমস্যা বলা হয়েছে। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের মেডিয়াল ও ভেন্ট্রাল প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স অঞ্চলে ধূসর পদার্থ হ্রাস পেলে প্রেরণার উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং হানিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়। বিমর্ষ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই ধূসর পদার্থ হ্রাস পায়। পরিশেষে, বিষন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্চমাত্রার অ্যাংজাইটি। এই অ্যাংজাইটি সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান অন্তরায়। ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশন ভাঙতে করণীয় কী? ক্রোনিক ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশনের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। তবে প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে উঠতে এগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যেতে পারে। নোটবুকে সঙ্গে রাখুন। সিদ্ধান্তের পজিটিভ — নেগেটিভ দিকগুলো লিখুন। ডিপ্রেশনের জন্য কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি নেওয়া যায়। চয়েজ অ্যানালাইজিংয়ে এ থেরাপি ফলদায়ক। জটিল সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বুঝে এড়িয়েযান। অথবা কারও পরামর্শ নিন। অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কাঁধে ভরসা রাখুন। পজিটিভ চিন্তা করুন। নিজেকে পজিটিভ কথা বলুন। কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের কারও জানা নেই। আমরা কেবল সৎভাবে এগিয়ে যেতে পারি। বাকিটা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে। কারণ, জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। ভালো থাকুন।

যে লক্ষণ গুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাঁটতি রয়েছে

আপনি কি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান? নাকি জল খেতে আপনার প্রবল অনীহা? কাজের চাপে বেমালুম ভুলে মেরে দেন জল নামক অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনন্দিন জলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে দেখা দেয়, হাজারো সমস্যা কারণ, কথাতেই আছে, জলের অপর নাম জীবন। যে যে লক্ষণগুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাটতি হয়েছে কিনা—১) মূত্রের রং ও পরিমাণ— একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে ৬-৭ বার মূত্রত্যাগ হওয়া উচিত। মূত্রত্যাগের পরিমাণ যদি এর কম হয়, তাহলে শরীরে জলের ঘাটতি রয়েছে। সেইসঙ্গে মূত্রের রংও বুঝিয়ে দেয় শরীরে জলের ঘাটতি। মূত্রের রং যদি হলদেটে বা গাঢ় হলুদ হয়, তাহলে অবিলম্বে জল খাওয়া উচিত। ২) শুষ্ক ত্বক— শুকনো খসখসে চামড়া বুঝিয়ে দেয় শরীরে জলের প্রয়োজন। ৩) মাথাযন্ত্রণা ও মাথা ঘোরা— শরীরে জলের অভাব মাথাযন্ত্রণা হয়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, মাথা নিচু করে কিছু তোলার ক্ষেত্রে মাথা ঘোরে। ৪) জিভ শুকিয়ে যাওয়া— শরীরে জলের অভাবে জিভ শুকিয়ে যেতে পারে। কারণ জিভে তখন প্রয়োজনীয় লালা ক্ষরণ হয় না। ফলে জড়িয়ে যেতে পারে কথাও।৫) খিদে খিদে ভাব— খাওয়ার পরও খিদে পাচ্ছে। এর কারণ হতে পারে দেহে জলের অভাব।

প্রতিদিন কতটুকু জল পান করবেন

মানুষের দেহের প্রায় ৬০ শতাংশই জল। এছাড়াও দেহের অভ্যন্তীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, দেহের দূষিত পদার্থ দূরকরা, খাদ্য পরিপাক, অস্থিসন্ধি পিছিয়ে রাখা ও দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল রাখতে জলের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জল সুস্থ জীবনের জন্য একটি আবশ্যক উপাদান। কিন্তু সুস্থ জীবনযাপনে একজন মানুষের প্রতিদিন কতটুকু জল পান করা জরুরি? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন ে তথ্য।

অনেকেই বলেন, পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল দুই লিটার পান করা উচিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমির অব সায়েন্সের গবেষকরা বলছেন, এ তথ্যের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গ্লাস মেনে জল পান করার বিষয়টি দেহে জল সরবারহের দুটি বড় উৎসকে উপেক্ষা করে।

প্রতিটি খাবারের মধ্যেই জল বিদ্যমান। বিশেষ করে কাঁচা ফল মূল ও শাক সবজিতে অনেক বেশি পরিমাণ জল থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে তরমুজ, শসা ও স্ট্রবেরির মোট ওজনের ৯০ শতাংশই জল। মানুষের জল চাহিদার ২০ শতাংশই পূরণ হয় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মাধ্যমে।

জলের আরেকটি বড় উৎস বিভিন্ন ধরনের পানীয়। চা, কফি, দুধ, জুস, কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদির বেশিরভাগ জল এবং এসবই দেহের জল ঘাটতি পূরণে কাজ করে। গবেষকরা বলছেন - কফি জল চাহিদা পূরণের একটি আদর্শ উৎস। তবে অতিমাত্রায় কফি পান করা দেহের জন্য ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নারী দৈনিক কাবার ও পানীয় থেকে গড়ে দুই দশমিক সাত লিটার জল গ্রহণ করেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিমাণটা তিন দশমিক সাত লিটার। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, - মানুষের বয়স, ওজন, দৈহিক কাজকর্ম, এমনকি জলবায়ুর উপর নির্ভর করছে তার জল চাহিদার পরিমাণ। ঘামের সঙ্গে যে পরিমাণ জল দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে তা পূরণ করতে এর চেয়েও বেশি জল পানের দরকার। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আয় করেন, তাকে তুলনামূলক বেশি জল পান করতে হবে। আরযিনি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে কাজ করেন, তাকে কিছুটা কম জল পান করলেও চলে।আপনার জল ঘাটতি রয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য গবেষকরা সহজ একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। দেহে জল গাটতি দেখা দিলে প্রাকৃতিক ভাবেই আপনি তৃষ্ণা অনুভব করবেন। তাছাড়া আপনার প্রস্রাবের রং বলে দিবে জল খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। যদি প্রস্রাবের রং হলুদ বা কমলা হয়ে আসে, তবে জল পান করুন। আর দেহের ঘাম ঝরালে জল পান করতে ভুলবেন না।

ছয় ধরনের খাবার ভালো রাখবে আমার দৃষ্টিশক্তি

বয়সের সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে, সেটা আমরা প্রায় সবাই ই জানি। কিন্তু খেয়াল করেছেন কি, কেউ কেউ অনেক বৃদ্ধ হয়ে যাবার পরও চশমার ধারই ধারেন না।

গবেষকরা বলেন, এর পেছনে রয়েছে খাদ্যাভ্যাসের দারুণ এক প্রভাব। কিছু কিছু খাবার নিয়মিত গ্রহণ করলে তা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং বয়সের সাথে সাথে চোখের যে ক্ষতি তার গতিতে কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। অথচ এই খাবারগুলো কিন্তু মোটেই দামী নয়। খুব সহজলভ্য এবং সস্তাও। জেনে নিন এমনই ছয়টি সেরা খাবারের কথা। গাজর — মূলত শীতকালের সবজি হলেও এখনো কিন্তু এটি প্রায় সারাবছরই মেলে। এটি চোখের জন্য ভালো। কেননা, সব কমলা রঙের সবজি ও ফলই তাদের এই রংটা পায় বিটাক্যারেটিন থাকে। এটি চোখের ভেতর দিয়ে আলোর প্রবাহকে শোষণ করে ও রাতে কম আলোতেও দেখার শক্তি বাড়ায় চেষ্টা করুন প্রতিদিন একটি হলেও গাজর খেতে। অথবা মিষ্টিকুমড়ো, মিষ্টি আলুর সাথে গাজর সামান্য অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করেও খেতে পারেন।কারণ অলিভ অয়েল সবজির ভারী কোষ প্রাচীরগুলোকে সহজে ভেঙ্গে দেয় ও দেহকে সেগুলো থেকে সহজে পুষ্টি গ্রহণে সাহায্য করে। পালং শাক — অন্যান্য সবুজ সবজি যেমন ব্রকলির মতন পালং শাকও জিয়ানথিন ও লুটেনই এ পরিপূর্ণ। লুটেনই উপাদানটি চোখে পিগমেন্ট তৈরি করে যা ক্ষতিকর নীল রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচায়।

যা বয়সের সাথে সাথে চোখকে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যাবার জন্য দায়ী। প্রতিদিন মাত্র ১০০ গ্রাম পালং শাক সালাদ অথবা একটুখানি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে নিন। চোখ ভালো থাকবে প্রত্যাশার চেয়েও অনেকক বেশি সময় ধরে। লুটেনই উপাদানটি চোখে পিগমেন্ট তৈরি করে যা ক্ষতিকর নীল রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচায়। যা বয়সের সাথে সাথে চোখকে অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যাবার জন্য দায়ী। প্রতিদিন মাত্র ১০০ গ্রাম পালং শাক সালাদ অথবা একটুখানি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে খেয়ে নিন। চোখ ভালো থাকবে প্রত্যাশার চেয়েও অনেকক বেশি সময় ধরে।

কমলা— ভিটামিন সি তে পরিপূর্ণ এ ফলটির উপকারিতার কোনই শেষ নেই। গবেষণায় দেখা গেছে যে সকল নারীরা ১০ বছরেরও ব্যাসই সময় ধরে প্রতিদিন একটি করে কমলা খেয়েছেন তাদের অন্ধত্বের পরিমাণ ৬৪ শতাংশ কমে গেছে।

প্রতিদিন একটি করে কমলা খাবারের তালিকায় রাখুন আর সে সাথে যদি একটি টমেটো থাকে, তবে তো ষোলকলা পূর্ণ। তৈলাক্ত মাছটুনা, স্যামন, রুই ইত্যাদি মাছগুলো ফ্যাটি অ্যাসিড পরিপূর্ণ যা চোখের রেটিনার চারপাশে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা ফ্যাটি অ্যাসিড প্রাপ্তবয়স্কদের এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহে দুবার এই মাছ খাবারের তালিকায় তো রাখাই যায়। মাংস অদ্ভুত শোনালেও মাংসে থাকা প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক দৃষ্টিশক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা, জিঙ্ক ভিটামিন এ কে লিভার থেকে নিঃসৃত হতে সাহায্য করে।

তাছাড়া জিঙ্কের অভাবে অন্ধত্বের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সপ্তাহে দুইবার পরিমাণে অল্প গরুর মাংস আপনার চোখকে ভালো রাখবে। আমন্ড এতে থাকা ভিটামিন ই চোখের ক্রমাত দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়াকে রোধ করে। বেশি নয়, প্রতিদিন একটি করে আমন্ড খাওয়াই যথেষ্ট।

খাদ্যাভ্যাসে কিছু খাবার যোগ করে চোখকে ভালো রাখুন দীর্ঘ সময় ধরে। সুস্থ থাকুন।

যে সব কথা বারবার শুনলে প্রচন্ড বিরক্ত বিবাহিত মহিলারা

বিয়ের আগে মহিলাদের নানা কথা শুনতে হয়, যেখানেই যাক না কেন সকলের একই প্রশ্ন থাকে, এখনো বিয়ে করছে না কেন, সমস্যা ইত্যাদি। কিন্তু বিয়ের পরও কি মানুষের কথা এবং প্রশ্ন শেষ হয়ে যায়? মোটেই নয়। বরং তখন নতুন নতুন নানা প্রশ্নের সূচনা ঘটে। এবং বিয়ের পরে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন এসকল কথা এবং প্রশ্ন শুনতে শুনতে মহা বিরক্ত হয়ে যান বিবাহিতা মহিলারা। যদিও বিরক্ত থাকলেও মুখের ওপর কথা শুনিয়ে দিতে পারেন এমন কম মহিলাই আছেন। বিয়ে তো হলো, বাচ্চা নিচ্ছ কবে? বিয়ের আগে মেয়েদের শুনতে হত বিয়ে কবে করছে? বিয়ের পরেও কিন্তু কথা শোনার হাত থেকে একেবারেই নিস্তার নেই। বিয়ের পরে শুনতে হয়, বাচ্চা কবে নিচ্ছে, সন্তানের ব্যাপারে কি ভাবছ? বাচ্চা না নেয়ার আগ পর্যন্ত একই কথা সব খানে শুনতে বিরক্ত হয়ে যান অনেক মহিলারাই। বিয়ের পর অনুভূতি কেমন? বিয়ের পর পরই যার সাথেই দেখা হোক না কেন, পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজন সকলের একই প্রশ্ন কেমন লাঘছে বিয়ের করে। সকলের প্রশ্নে বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। হাসিমুখে তাকিয়ে থাকতে হয়। তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে বিয়ের পর ১টি নয় মূলত ৩টি সংসারের দায় দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে যায়, তখন মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরায় একটু হলেও পরিবর্তন আসেই। এটিই স্বাভাবিক। এই নিয়ে কথা বা প্রশ্ন করা পুরোপুরি অবাঞ্চক। নাম পরিবর্তন করছে না কেন এখনো? কেন নাম পরিবর্তন করাটা কি খুব জরুরি? একজন মেয়ে তার বিয়ের সাথে সাথেই নাম পরিবর্তন করতেই হবে? যদি তার স্বামী শ্বশুরবাড়ি কিছুই না বলেন তারপরও পাড়া প্রতিবেশীর এতো আগ্রহ কেন তা কিছুতেই বুঝতে পারেন না বিবাহিতাগণ। নিজের ঘর ফ্ল্যাট কিনে ফেলছ না কেন? অনেকেই মনে মনে ভাবেন, জ্বি আপনি টাকাটা পাঠিয়ে দিন, কালকেই কিনে ফেলব। যিনি সংসার চালান তিনিই জানেন তার কতটা কিভাবে সামাল দিতে হয়। শ্বশুর বাড়ির লোকজন কেমন? মানুষের প্রশ্নের কোনো সীমা নেই এবং শেষও নেই। মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কেমন? মানুষের প্রশ্নের কোনো সীমা নেই এবং শেষও নেই। মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন? মানুষের প্রশ্নের কোনো সীমা নেই এবং শেষও নেই। মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করবে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কথা এবং সেটাকে বড় করে রঙমাখিয়ে উপস্থাপন করবে শ্বশুরবাড়ির মানুষের সামনে। তোমরা কি ঝগড়া করো? পরের ঘরের কথা শুনতে সকলেই এক ধাপ এগিয়ে থাকেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে কিনা তা দিয়ে তারা কি করবেন? আর বুদ্ধিমতী স্ত্রী হলে নিজের ঘরের কথা কখনো বলবেন না তা জেনেও একই প্রশ্ন সবসময়। তুমি বুঝবে না, তোমার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে এই কথা শুনলে বিবাহিতাগণ ভাবেন, হ্যাঁ আমি তো আর বিয়ের আগে জীবন পার করিনি, তাই বুঝব না।

দুধে কি আছে? এবং এর উপকারিতা

সত্যি মায়ের এক ফোটা দুধের দাম কখনো পরিশোধ করার মত নয়। মেডিক্যাল সাইন্স ও বায়োকেমিক্যাল ফর্মূলা অনুসারে মায়ের এক ফোটা দুধে কি কি গুণ আছে চাইলে জেনে নিতে পারেন। খুভি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। মায়ের দুধ শিশুর জীবনধারণ এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য একটি উৎকৃষ্ট সুষম খাদ্য। জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (আধা ঘন্টার মধ্যেই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। পূর্ণ পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ খাইয়ে যেতে পারেন। শাল দুধ— শিশু জন্মের কিছুক্ষণ পর হলুদাভ ঘন, আঁঠালো যে দুধ বেরিয়ে আসে একেই শালদুধ বা কোলস্ট্রাম বলা হয়। প্রথম ১২ ঘন্টার ভিতরের দুধ কে এর পরের তিনদিনের ভিতরের দুধকে এবং সব মিলিয়ে ৯ দিনের দুধ কেই শাল দুধ বলা হয়। মনে রাখবেন যদিও ইহা পরিমাণে খুব কম কিন্তু ইহাই একটি শিশুর জন্য যথেষ্ট, কোন অবস্থাতেই এই দুধ পেলে দিবেন না। পরে শিশু বুকের দুধ টানার সাথে সাথে প্রলোক্টেনের মাধ্যমে খুব ই দ্রুত মায়ের স্থান প্রচুর দুধ আসতে থাকবে. অর্থাৎ শিশু যতই বুকের দুধ টানতে থাকবে তখনই মায়েদের বুকের দুধ বাড়তে থাকবেই পর্যায়ক্রমে ১৩ দিন পর্যন্ত এই শালদুধ পরে নর্মাল দুধে পরিণত হবে। গরুর দুধ শিশুর বয়স এক বছরের ভিতরে পান করালে যে সকল সমস্যা হতে পারে। সংগৃহীত ডায়াবেটিস— গরুরু দুধে বোভাইন সেরাম এলবুমিন থাকে। তা শিশুর অপরিপক্ক অন্ত্রের ছিদ্র দিয়ে পরিপাক ছাড়াই সরাসরি রক্তে চলে যেতে পারে। রক্তে গেলে এই প্রোটিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই প্রোটিনের গঠনের সঙ্গে শিশুর দেহে ইনসুলিন তৈরি কারী বিটা কোষের গাঠনিক প্রোটিন পি৬৯ এর মিল রয়েছে। ফলে অ্যান্টি বি এসএ অ্যান্টিবডি বিটা কোষের বিরুদ্ধে কাজ করে তাকে ধ্বংস করতে পারে। বিটা কোষ ধ্বংস হলে বড় হয়ে ওই শিশুই ইনসুলিন নির্ভরশীল ডায়াবেটিসে ভুগতে পারে। রক্তাল্পতা— গরুর দুধে আয়রন কম থাকায় এবং দুধের ক্যালসিয়াম ও ক্যাসিন আয়রন শোষণ বাধা দেওয়ার গরুর দুধের ওপর নির্ভরশীল ১ বছরের নিচের প্রায় সব শিশুই আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতায় ভোগে। আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ — গরুর দুধের ওপর নির্ভরশীল ১ বছরের কম প্রায় ৪০ শতাংশ শিশুর অন্ত্রে আণুবীক্ষণিকরক্তক্ষরণ হয়। অ্যালাজি— গরুর দুধের প্রোটিন আকারে বড় হওয়ায় এবং ১ বছরের নিচের পরিপাকতন্ত্রের অপরিপক্কতার কারণে এসব প্রোটিন অনেক সময় অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত না হয়ে ছোট ছোট প্রোটিন অণুতে পরিণত হয়। এগুলো রক্তে গেলে ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনে বিভিন্ন অ্যালার্জির উপসর্গ তৈরি করে। শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ --- উপরোক্ত ইমিউনোলজিক্যাল রি অ্যাকশনের কারণে শিশুর শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ হতে পারে। ফলে নাক বন্ধ হওয়া, সর্দি কাশি প্রায়ই লেগে থাকে, এমনকি হাঁপানিও হতে পারে। মায়ের দুধ খাওয়া শিশুর তুলনায় গরুর দুধের ওপর নির্ভরশীল শিশুর শ্বাসতন্ত্রের অসুখ বিসুখ হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ১২০ গুণ বেশি। পেটের অসুখ --- গরুর দুধের জটিল প্রোটিন হজম করতে না পারা ও অন্যান্য উপাদান, বিশেষত দুধের ল্যাকটোজের প্রতি সহনশীলতার অভাবে প্রায়ই পেটের অসুখ বিসুখ যেমন পেট ফাপা, ডায়রিয়া, বমি, বদহজম শিশুকে আক্রান্ত করে। মায়ের দুধ খাওয়া শিশুর তুলনায় গরুর দুধের ওপর নির্ভরশীল শিশুর পেটের অসুখ-বিসুখের আশঙ্কা প্রায় ৪০ গুণ বেশি। জলশূন্যতার আশঙ্কা— গরুর দুধের অতিরিক্ত প্রোটিন ও খনিজ পদার্থের কারণে এর ওপর নির্ভরশীল শিশুদের মূত্র তুলনামূলক বেশি ঘন হয়ে থাকে। তা অসমোটিক ডাই ইউরোসিসের মাধ্যমে অতিরিক্ত জল প্রস্রাব আকারে বের করে দেয়ার প্রবণতা তৈরি করে। এসব শিশু জ্বর ও ডায়ারিয়ার সময় অন্য শিশুর তুলনায় অতি দ্রুত জলশূন্য হয়ে পড়ে। তা তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ মৃত্যু— গরুর দুধের ক্যাসিন প্রোটিন থেকে শিশুর পেটের বোভাইন বিটা ক্যাসোমরফিন ৫ তৈরি হতে পারে। রক্তে এর মাত্রা বেড়ে গেলে শিশুর মাঝে মাঝে আটকে যায়। এমনকি শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ডেঙ্গু সচেতনতায় ঢাকায় বাম জোটের পদযাত্রা

ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। ডেঙ্গুর প্রকোপের মধ্যে জন সচেতনতা বাড়াতে রাজধানীতে পদযাত্রা করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।শুক্রবার নগরীর পুরানা পল্টন থেকে শুরু হয়ে বিজয়নগর, কাকরাইল, শান্তিনগর বাজার, সিদ্ধেশ্বরী, মালিবাগ মোড় ও শান্তিনগর হয়ে সেগুনবাগিচায় গিয়ে শেষ হয়।

পদযাত্রার সময় নগরবাসীকে ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ, জ্বর হলে করণীয় এবং এইডিস মশা নির্মূল করা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক জলি তালুকদার, সংগঠক আনোয়ার হোসেন রেজা, বাসদের জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন পদযাত্রায় অংশ নেন।আজ শনিবার বিকালে নগরীর মুক্তাঙ্গন থেকে বাহাদুরশাহ পার্ক অভিমুখে ডেঙ্গু সচেতনতা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে হবে বাম জোটের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

জোরালো আন্দোলন ছাড়া খালেদার মুক্তির আশা নেই: গয়েশ্বর

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি চালিয়ে গেলেও তাতে চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা যাবে বলে ভরসা পাচ্ছেন না গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।দলটির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য মনে করেন, খালেদার মুক্তির জন্য চাই জোরাল আন্দোলন।

শুক্রবার এক আলোচনা সভায় গয়েশ্বর বলেন, ‘‘মানববন্ধন-কালো পতাকা। একজন রাজনৈতিক নেত্রীর মুক্তির জন্য মানববন্ধন? মানববন্ধন করে সামাজিক সংগঠন কোনো ব্যাভিচারের প্রতিবাদ জানাতে।রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদের ভাষা ওই জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকার তো কোনো কারণ নাই। ওই শান্তিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ বলে খালেদা জিয়াকে মুক্তি করতে পারব না।তিনি বলেন, বিএনপির মতো দল যে আন্দোলন করার যোগ্যতা রাখে সেই আন্দোলন যতদিন পর্যন্ত না করবেন, ততক্ষণ শেখ হাসিনা মুক্তি দেবে না এবং খালেদা জিয়াও মুক্তি পাবে না।আপনাদের সবাইকে বলব, আপনারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রস্তুত হোন। নিশ্চয়ই দল আপনাদেরকে আনেদালনের ডাক দেবে। আর দল যদি ডাক না দেয় তাহলে আমাদের-আপনাদের সবাইকে মাঠে নামতে হবে।আইনি প্রক্রিয়ায়ও বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তির কোনো আশা দেখছেন না গয়েশ্বর।তিনি মনে করেন রাজপথই সমাধান এবং তা করতে গেলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটানোর আন্দোলনই করতে হবে।দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে পারলে আমরা দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনিবার্য সেটাকে আমরা যদি নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে আজ হোক কাল হোক, সরকার পতন ছাড়া আমাদের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নাই।ডেঙ্গু নির্মূলে সরকারের মন্ত্রী ও ঢাকার দুই মেয়রের ব্যর্থতার সমালোচনাও করেন এই বিএনপি নেতা।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘অপরাজেয় বাংলাদেশ’র উদ্যোগে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গয়েশ্বর। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, কেন্দ্রীয় নেতা ফরিদা মনি শহীদুল্লাহ, আবদুস সালাম আজাদ, ফরিদউদ্দিন, কাজী মনিরুজ্জামান মুনির।

গঙ্গা নদীর পানি বন্টন নিয়ে ঢাকা-দিল্লি যৌথ কারিগরি কমিটি গঠন

ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। পানি বন্টন চুক্তি অনুসারে গঙ্গার পানির সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যাবহার নিশ্চিত করার সমীক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারত এক যৌথ কারিগরি কমিটি গঠন করেছে।রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সচিব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে এক যৌথ মিডিয়া ব্রিফিং-এ পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার এ কথা জানান।ভারতের পানি সম্পদ সচিব উপেন্দ্র প্রসাদ শিং ব্রিফিং-এ উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার বলেন, উভয়পক্ষই সাতটি অভিন্ন নদী- মানু, মুহুরী, খোয়াই, ফেনী, গোমতী, ধরলা, দুধকুমার ও তিস্তার অভ্যন্তরীণ পানি বন্টন চুক্তির অবকাঠামো প্রস্তুতে ঐক্যমতে পৌঁছেছি।তিনি বলেন , পদ্মা- মেঘনা ও যমুনা-এ তিন নদীর অববাহিকা ভিত্তিক যৌথ কাজ করার লক্ষে এক ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে নদী ব্যবস্থাপনা, পানি দুষণ প্রতিরোধ ও বাঁধ নির্মাণ নিয়ে কাজ করা নিয়েও আলোচনা হয়।তিনি জানান, দিল্লি আশ্বস্ত করেছে যে বালাদেশের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে হিমালয়ের আন্তঃসীমায় অবস্থিত নদীগুলোতে কোনো আন্তঃসংযোগ প্রকল্প গ্রহন করবে না।এ বৈঠককে এক নতুন যাত্রা হিসেবে উল্লেখ করে আনোয়ার বলেন, প্রায় আট বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্তের পর অনুষ্ঠিত বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি দ্বীপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করবে।

উপেন্দ্র প্রসাদ শিং বলেন, উভয় দেশই অভ্যন্তরীণ পানি বন্টনের অবকাঠামো প্রস্তুতে সাতটি নদীর অধিকতর হালনাগাদ উপাত্ত সংগ্রহে কাজ করবে।তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্বেও ১৯৯৬ সালের পানি বন্টন চুক্তি সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে।বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ আলোচনার রেকর্ড-এ স্বাক্ষর করে।এর আগে ভারতের পানিসম্পদ সচিব বাংলাদেশের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি বলেন,প্রতিমন্ত্রীর এহেন বক্তব্য শুনে একে ‘টক অব দ্য সেঞ্চুরি’ বলব, নাকি ‘শক অব দ্য সেঞ্চুরি’ বলব, এ নিয়ে আমি এবং দেশের মানুষও দ্বিধায় পড়ে গেছি। কী বলব ?মধ্য রাতের নির্বাচন করে আওয়ামী মন্ত্রিসভায় এইডিস মশা বিস্তারের মতো গবুচন্দ্র মন্ত্রীদেরও বিস্তার ঘটেছে। গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের হাসি-তামাশা উদ্রেককারী কথা-বার্তার কমতি দেখা যাচ্ছে না। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী কোন ব্যুরো থেকে তথ্যসমূহ সংগ্রহ করেছেন, তা জানালে দেশবাসীর উপকার হত।

প্রতিমন্ত্রী স্বপন বৃহস্পতিবার গোপালগঞ্জে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন,ডেঙ্গু এলিট শ্রেণির একটি মশা। এ মশা সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, কলকাতা শহরে দেখা যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশ উন্নত দেশ হতে যাচ্ছে। তাই এখন দেশে ডেঙ্গু এসেছে।

শুক্রবার নয়া পল্টনে সংবাদ সম্মেলনে রিজভী প্রতিমন্ত্রীকে প্রশ্ন রেখে বলেন,উন্নত হলে যদি প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তাহলে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, এই সমস্ত বড় বড় শহরে ডেঙ্গুজ্বরে অথবা ম্যালেরিয়ায় অথবা কলেরায় মানুষ মরে সাফ হয়ে যেত।তবে মন্ত্রী বোধহয় আসল কথাটা বলতে চেয়েছেন একটু অন্যভাবে- উন্নয়নের নামে দুর্নীতির বিপুল পরিমাণ টাকা পকেটস্থ হলেই ডেঙ্গুর মতো প্রাণবিনাশী বালা-মুসিবত দেশে বিস্তার লাভ করে। বললে মন্ত্রিত্ব চলে যাবে। তাই উনি ঘুরিয়ে বলেছেন,বলেন বিএনপি নেতা।ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করে রিজভী বলেন,তারা যেটি করছে, সেটি হল লোক দেখানো মশা নিধনের নামে ক্যামেরা শুটিং।পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সরকারের কোনো সক্ষমতা নেই। মশা নিধনে যদি সত্যিকারের কার্যকর ঔষধ আনা হত, তাহলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেত না।

ঈদে বাড়ি যাওয়ার আগে রক্ত পরীক্ষাসহ ডেঙ্গু নিয়ে মন্ত্রীদের নানা কথার সমালোচনা করে রিজভী বলেন,আমার মনে হয়, আসলে আওয়ামী মন্ত্রীদের মস্তিষ্কের পরীক্ষার দরকার আছে। সাংঘাতিক ধরনের গোলমাল এদের মাথায় বেঁধেছে। এদের রাতের কথার সাথে দিনের কথার, পরশু দিনের কথার সাথে আজকের কথার কোনো মিল নাই।বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন বন্দি খালেদা জিয়ার ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ায় সার্বিক শারীরিক অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ঈদের আগেই তার মুক্তির দাবি জানিয়েছেন রিজভী।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এ জেড এম জাহিদ হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

চীন থেকে নিয়ে আসা মশা নিধনের নতুন ওষুধের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ শুরু করেছে বাংলাদেশ

ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। চীন থেকে নিয়ে আসা মশা নিধনের নতুন ওষুধের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি।শুক্রবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রী তাজুল ইসলামকে সাথে নিয়ে এই কীটনাশক প্রয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারে শুক্রবার বিকেলে মন্ত্রী ও মেয়রের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কীটনাশক প্রয়োগ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ডিএনসিসির সবগুলো অঞ্চলে এটি পৌছেছে, খুব শিগগিরই সকল ওয়ার্ডে এটি পৌঁছাবে বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।মন্ত্রী তাজুল ইসলামসহ মেয়র মোহাম্মদপুর টাউন হল এলাকার বাজারের বিভিন্ন দোকান, আবাসিক ভবন এবং অলিগলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাৎক্ষণিক আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অলিগলির আবর্জনা পরিষ্কারের নির্দেশ দেন। তিনি অত্র এলাকার বাসিন্দাদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন এবং মশার প্রজননস্থল হতে পারে এমন কিছু স্থান চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, সরকার সর্বাত্মকভাবে সবাইকে সাথে নিয়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছেন।ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শিশুদের পাঠ্য বইতে সচেতনতামূলক অধ্যায় অন্তর্ভুক্তির তাগিদ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনেক দেশেই দেখেছি শিশুদের পাঠ্য সিলেবাসে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে, স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে, সংক্রামক রোগ যেমন ডেঙ্গু বা এডিস মশার বিষয়ে পড়ানো হয়। ডেঙ্গু বিষয়ে আমাদের বছরের ৩৬৫ দিন কাজ করতে হবে। আমাদের সবার দায়িত্ব আছে। সরকার তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেও শহরের সব বাসা পরিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু প্রতিটি বাড়ির মালিক যদি মাত্র একদিন স্ব উদ্যোগে কাজ করেন তাহলে একদিনেই শহরের সব বাড়ি পরিষ্কার সম্ভব হবে।

এসময় ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হাই, সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়---য়া, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মোমিনুর রহমান মামুন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মীর নাহিদ আহসানসহ ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এইডিস মশার মতো ‘গবুচন্দ্র’ মন্ত্রীদের বিস্তার: রিজভী

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ডেঙ্গুর যে সম্পর্কত প্রাণঘাতি ডেঙ্গুর বিস্তার নিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যের বক্তব্যকে ‘শক অব দ্য সেঞ্চুরি’ বলেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

তিস্তার পানি বণ্টনে নতুন মোড়

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। ভারত ও বাংলাদেশ তিস্তাসহ আটটি নদীর পানির প্রবাহ নিয়ে নতুন করে তথ্য সংগ্রহের ঘোষণা দেওয়ায় ঝুলে থাকা তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে নতুন মোড় নিল।বৃহস্পতিবার ঢাকায় দুই দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেওয়া হয়। আট বছর পর দুই দেশের সচিবদের এ ধরনের বৈঠক হল।

পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ভারতের পানি সম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রণালয়ের সচিব উপেন্দ্র প্রসাদ সিং তার দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।বৈঠকে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ বিষয়ক জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ বাতিল এবং দুই পক্ষের দুজন করে চারজনের একটি দল গঠন করা হয় ৩০ সেপ্টেম্বর নাগাদ একটি আরও বড় কমিটি তৈরি এবং টার্মস অফ রেফারেন্স ঠিক করতে।২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ঢাকা সফরের সময় তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে শেষ মুহূর্তে তা আটকে যায়।এরপর থেকে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সম্মতির অপেক্ষায় থাকার কথা বলে আসছিল ভারত সরকার।এখন দুই দেশের পক্ষ থেকেই বিষয়টি চূড়ান্ত করার আগে তিস্তাসহ আট নদীর তথ্য সংগ্রহের ঘোষণা দেওয়া হল।অন্য নদীগুলো হল- মনু, মুহুরি, খোয়াই, ফেনী, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার।

বাংলাদেশ-ভারত ব্যবসায়ীদের যৌথ সিদ্ধান্ত।

কাশ্মীর নিয়ে জল ঘোলার চেষ্টা হলে ব্যবস্থা ঃ র‍্যাব ডিজি

ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। ভারতের মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর যে উত্তেজনা চলছে, তার মধ্যে বাংলাদেশে কেউ ‘জল ঘোলা’ করতে চাইলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন র্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ।তিনি বলেছেন,কাশ্মীর ইস্যু ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাদের নিজস্ব বিষয়ে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই।আমরা আশা করব, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিংবা কাশ্মীরের বিষয় নিয়ে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ আমার দেশের পানি ঘোলা করার চেষ্টা করবেন না। এরপরও যদি কেউ সে চেষ্টা করে, তবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।ঈদযাত্রা ও ছুটিতে নিরাপত্তায় র্যাবের প্রস্তুতি জানাতে শুক্রবার ঢাকার কারওয়ান বাজারে বাহিনীর মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর কাশ্মীরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছে। নয়া দিল্লির সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সীমিত করেছে।কাশ্মীরিদের পক্ষে বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হয়েছে।কাশ্মীর নিয়ে মুসলিম উগ্রবাদী গোষ্ঠী সুযোগ নিতে পারে বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা মনে করছেন।

র্যাবপ্রধান বলেন,তবে বাংলাদেশে আল্ট্রা ইসলামিস্ট এর সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি না। যারা রয়েছে, তারাও আমাদের ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রয়েছে।র্যাব-৭ এর সাবেক অধিনায়ক হাসিনুর রহমানকে এখনও খুঁজে না পাওয়াটি কি বাহিনীর ব্যর্থতার নজির- এই প্রশ্নে বেনজীর বলেন,অনেক মানুষকেই তো খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু বাংলাদেশে নয়, আমেরিকা, ব্রিটেন, ইউরোপেও মানুষ নিখোঁজ হয়। একজনকে খুঁজে না পাওয়াটা কোনো বাহিনীর ব্যর্থতা নয়।তিনি বলেন,আমাদের পক্ষ থেকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমরা জ্ঞাত আছি। এবিষয়ে আমরা কাজ করছি। যদি কারও কাছে কোনো তথ্য থাকে, তাহলে জানালে আমরা ব্যবস্থা নেব।ঈদকে এবং ১৫ অগাস্ট জাতীয় শোক দিবসকে কেন্দ্র করে র্যাব সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

বেনজীর বলেন,হাটে গরু বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে ব্যাপারীরা যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন, সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। হাটে অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি, জাল টাকা, এসব বিষয় যাতে না ঘটে, তা আমরা নজর রাখছি।ডেঙ্গু নিয়ে তিনি বলেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নাই। যদি আমরা নিজের ঘরবাড়ি ও আঙিনা পরিষ্কার রাখি, পানি জমতে না দিই, তাহলে আমরা ডেঙ্গুমুক্ত থাকতে পারি।

রেলের উন্নয়নে ভারতের সহযোগিতা চাইলেন বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী

ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। রেলপথ মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন ‘ভারতের লাইন অব ক্রেডিট কার্যক্রমের’ আওতায় বাংলাদেশে চলমান প্রকল্পগুলোর গুনগতমান অনুযায়ী সময়মত বাস্তবায়নে ভারতীয় রেলমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেছেন।

তিনি ভারত সফরকালে গত ৬ আগস্ট নয়াদিল্লির রেলভবনে ভারতের রেলপথ,বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুশ গোয়েলের সাথে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ সহযোগিতা কামনা করেন।এই বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প ও অন্যান্য বিষয়ে সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি কার্যপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

বৈঠকে ‘ভারতের লাইন অব ক্রেডিটের’ আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশকে দশটি ব্রডগেজ ও দশটি মিটার গেজ লোকোমেটিভ প্রদান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রিপ সংখ্যা বাড়ানো, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের সহায়তা কামনা করা হয়।এছাড়াও চট্রগ্রামস্থ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমির কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মান উন্নয়ন, বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রেলওয়ের কারখানাগুলোর মান উন্নয়নে ভারত সরকারের সহায়তা চান রেলমন্ত্রী।

শুক্রবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।ভারতের রেলপথ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুশ গোয়েলের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী ভারতে ৬ দিনের সরকারি সফর শেষে বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকায় ফিরেছেন বলে এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ওই বৈঠকে বাংলদেশ রেলওয়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে ভারতের রেলপথ প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুরেশ চান্নাবা পাসা আংগাদি,বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আসাদুজ্জামান নুর ও এইচ এম ইব্রাহিম, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, রেলওয়ের পশ্চিম অঞ্চলের জিএম,ভারতের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উর্দতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সেদেশের রেলের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। রেলমন্ত্রী ভারত সফরকালে বাংলাদেশের ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।নূরুল ইসলাম সুজন ভারতের রেলমন্ত্রীকে জানান যে, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ও তৎপরতায় বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছেছে।ভারতের রেলপথ মন্ত্রী বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রীকে বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মান উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সকল প্রকার কার্যকর সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইডি-সিবিআইয়ের তলবে হাজিরা দিতে হবে রাজীব কুমারকে ঃ হাইকোর্ট

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স): কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তথা বর্তমান সিআইডির এডিজি রাজীব কুমারের গ্রেফতারির ওপর অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু ধোপে টিকল না হাজিরা পিছনোর জন্য রাজীব কুমারের আবেদন। রোজভ্যালি তদন্তে সিবিআই ডাকলে সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে কোনও বাধা নেই। শুক্রবার এক নির্দেশে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মধুমতী মিত্র। বৃহস্পতিবারই রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে কলকাতার প্রাক্তন পুলিস কমিশনারকে নোটিশ পাঠায় সিবিআই। কিন্তু গতকাল হাজিরা দেননি রাজীব কুমার। সিআইডির দুই অফিসার সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা করে রাজীব কুমারের চিঠি দেন । সিআইডি জানায়, ২ সপ্তাহ সময় চেয়েছেন রাজীব কুমার। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১৯ অগাস্ট।

আজ কলকাতা হাইকোর্ট ২০ অগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল স্থগিতাদেশ। রোজভ্যালিকাণ্ডে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা পিছাতে এবার রাজীব কুমারের ঢাল ধারা ৩৭০। তাই এখনও সিবিআইয়ের ডাকে সাড়া দিলেন না রাজীব কুমার। তাঁর দাবি, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট উদ্বেগজনক, তাই হাজিরার দিন এক মাস পিছনো হোক। যার ভিত্তিতে আজ শুনানি চলাকালীন সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, যদি রাজীব বলতেন যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের কারণে তিনি কলকাতা ছেড়ে বিধাননগরে যেতে পারছেন না, তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই, কিন্তু ৩৭০ ধারার যে যুক্তি রাজীব দিচ্ছেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

সিবিআইয়ের দাবি, এর আগে, রাজীব কুমারকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজীব কুমারকে বিশ্বের সেরা পুলিশ অফিসার বলেছেন । সিবিআইয়ের আধিকারিকরা যেদিন তাঁর বাড়িতে যান, সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত হন ।

শুক্রবার সারদা মামলার শুনানিতে রাজীব কুমারের আইনজীবী বলেন, রোজভ্যালি তদন্তে সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে বাধা নেই রাজীবের। নতুন নোটিশ পাঠালে রাজীব কলকাতার বাইরে বিধাননগরে যেতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্যই কি রাজীব কুমারকে বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে সিবিআই ? কলকাতা হাইকোর্টে এমনই প্রশ্ন তুললেন রাজীব কুমারের আইনজীবী। রাজীবের পক্ষে তিনি বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বিশ্বের সেরা পুলিশ অফিসার বলছেন, সিবিআই অফিসাররা যেদিন আমার বাড়িতে এসেছিল সেদিন মুখ্যমন্ত্রীও আমার বাড়িতে এসেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে সেরা অফিসার বলেন তাতে আমার কী করার আছে, আমি কি তাঁকে বলছিলাম আমাকে সেরা অফিসার বলার জন্য ? রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান যদি আমার বাড়িতে আসেন, আমি কি তাঁকে না বলতে পারি ? এসবের জন্যেই কি আমাকে হেনস্থা করছে সিবিআই ?

বৃহস্পতিবারই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল রাজীব কুমারকে । রাজীব কুমারের আইনজীবী জানান, নোটিশে সাড়া দিতে গেলে কলকাতা পুর এলাকা ছাড়তে হবে। এখন হাইকোর্টের নির্দেশে কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না রাজীব কুমার। এই মর্মে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাজীব কুমারের আইনজীবী।

হাইকোর্টের নির্দেশ সেক্ষেত্রে সংশোধন করা প্রয়োজন বলে জানান রাজীব কুমারের আইনজীবী।

আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। এরপর আজ শুনানি পর্বের পর বিচারপতি মধুমতী মিত্র নির্দেশ দেন, রোজভ্যালি তদন্তে সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে বাধা নেই রাজীব কুমারের। এরপর সিবিআই আবার নোটিশ পাঠালে বিধাননগরে যেতে পারবেন রাজীব কুমার।

এদিন শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি মধুমতী মিত্র রাজীব কুমারের গ্রেফতারের উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত বহাল থাকবে স্থগিতাদেশ। একই সঙ্গে এদিন বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজিরার জন্য রাজীব কুমারকে কলকাতা পুর এলাকা ছাড়ার অনুমতি দিল হাইকোর্ট।

টানা আট দিন ছুটির ফাঁদে বুড়িমারী স্থলবন্দর

ঢাকা,আগষ্ট ০৯।।

বাংলাদেশ-ভারত ব্যবসায়ীদের যৌথ সিদ্ধান্তে টানা আট দিন ঈদের ছুটিতে থাকবে লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর। আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকলেও পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে। শুক্রবার (০৯ আগস্ট) থেকে পরবর্তী সময়ে শুক্রবার (১৬ আগস্ট) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বন্দরের যাবতীয় আমদানি-রফতানি কার্যক্রম। নোটিশের বরাত দিয়ে সিঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে শুক্রবার (৯ আগস্ট) থেকে বাংলাদেশের সরকারি ছুটি, জাতীয় শোক দিবস ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ছুটিতে থাকবে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর। ছুটিকালীন বন্দরে সব ধরনের পণ্য আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ১৭ আগস্ট পুনরায় সচল হবে বন্দরের যাবতীয় কার্যক্রম। এ বিষয়ে উভয় দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন, কাস্টমস বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ইমিগ্রেশনের মধ্যে পত্র বিনিময় করা হয়েছে।

গাড়ি নয় চাকা চুরি, সল্টলেকের ঘটনায় পর্দা ফাঁস পুলিশের, ধৃত ২

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স) : বিধাননগরে গাড়ির চাকা চুরির, আজব ঘটনার পর্দা ফাঁস করল বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে উঠে আসে আরও চমকপ্রদ তথ্যঊ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ২ জন কীর্তিমানকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করে পুলিশঊ ধৃতদের নাম সহিপ সাউ (১৮) ও সোনু ঠাকুর (২৩)ঊ ধৃতদের থেকে একটি মারুতি ওমনি গাড়ি ও চাকা চুরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে পুলিশঊ ধৃতরা জেরে স্বীকার জানায়, সামনে দুর্গাপুজোর হাতখরচা তোলার জন্যই, ফোর উইলার গাড়ির চাকা চুরির কৌশলকেই বেছে নেয় তারাঊ

চার চাকার গোটা গাড়ি নয়, চুরি হচ্ছে মাত্র ওই চারটি চাকাইঊ বৃহস্পতিবার সকালে এমনই আজব ঘটনার সাক্ষী হয় সল্টলেকের বাসিন্দারাঊ ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের 'এ ই' ব্লকেঊ একইভাবে খুলে নেওয়া হয়েছে পরপর তিনটি গাড়ি চাকাঊ এই ঘটনায় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্তে নামে পুলিশ। তাতেই একটি ওমনি গাড়িকে চিহ্নিত করে পুলিশ। তারপর থেকেই ওই অমনি গাড়ির সন্ধানে নামে পুলিশঊ এরপর ওই ওমনি গাড়িকে ফের দেখা যায় বৃহস্পতিবার রাতে বিধাননগরের ওই এলাকায়ঊ ওই গাড়ি থেকে মেনে ডিএল ব্লকে একটি গাড়ির চাকা খুলেতে থাকে ২ যুবকঊ তখনই হাতে নাতে পাকড়াও করা হয় তাদের। পুলিশের তরফ থেকে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত ওমনি গাড়িটির মধ্যেই মিলেছে গাড়ির চাকা খোলার যাবতীয় সরঞ্জাম। এমনকি চাকা খোলার পর চাকার জায়গায় যে ইট রাখা হচ্ছিল, সেই প্রয়োজনীয় ইটও মিলেছে ওই ওমনি গাড়ির ভেতর থেকেঊ দুর্গাপুজোর হাতখরচা তোলার জন্যই, এই ফোর উইলার গাড়ির চাকা চুরির কৌশলকে বেছে নিয়েছিল বলে জেরায় জানায় ধৃতরা ঊ এই চাকা কথায় বিক্রী করা হত, তা জানতে ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে বলেই জানিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অফিসাররাঊ এদিন ধৃতদের বিধাননগর আদালতে তোলে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকের 'এ ই' ব্লকের বাসিন্দা বাবু তার চার চাকার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই ঘটে বিপত্তিঊ গাড়ি আর চলে নাঊ সেই সময় এমন বিপত্তির কারণ বুঝতে, গাড়ির থেকে নামতেই তার চক্ষুচড়কগাছে ওঠেঊ গাড়ির যে চাকাই নেই! চারটি চাকার জায়গায় রয়েছে কয়েকটি করে ইট।

এই ঘটনা দেখেই পাড়াপ্রতিবেশীদের ডাকতে থাকেন তিনিঊ তারা বাড়ির থেকে বেরিয়ে দেখান তাদের গাড়িরও একই অবস্থাঊ পরপর তিনটি গাড়ি আছে চাকা নেইঊ এরপরেই এদিন পুলিশে খবর দেন তারাঊ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কার্যত হতবাক বনে যান পুলিশকর্মীরাওঊ কিছুক্ষণ পর ঘর কাটিয়ে তদন্তে নামেন তারাঊ অবশেষে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কীর্তিমানদের সন্ধান পায় পুলিশ।

সুবর্ণরেখা নদীতে জলে ডুবে মৃত যুবক

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি. স.) : সুবর্ণরেখা নদীতে ডুব সাঁতার দিয়ে মাছ ধরার সময় পাথরের খাঁজে হাত আটকে নদীর জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার কুঠিঘাট এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই যুবকের নাম প্রকাশ সিং (২৮)। বাড়ি বেলডিহা গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে সুবর্ণরেখা নদীর কুঠিঘাট এলাকায় মাছ ধরতে গিয়েছিল প্রকাশ। বৃহস্পতিবার রাতে গ্রামের অন্যান্যরা বাড়ি ফিরে এলেও প্রকাশ আর বাড়ি ফিরে আসেনি। যার ফলে শুক্রবার ভোর রাতে প্রকাশের স্ত্রী ও কয়েকজন গ্রামবাসী সুবর্ণরেখা নদীতে খুঁজতে যায়। নদীর পাড়ের পাশে খোঁজার সময় কুঠিঘাট এলাকায় প্রকাশের দেহ ভাসতে দেখেন গ্রামবাসীরা। এরপর তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করে বেলিয়াবেড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বর্ষার সময় সুবর্ণরেখা নদীতে গলদা চিংড়ি ভালো পাওয়া যায়। এদিন প্রকাশ গলদা চিংড়ি ধরার জন্য নদীতে ডুব সাঁতার দিয়ে পাথরের ফাঁকে চিংড়ি মাছ খুঁজছিলেন। সেই সময় পাথের খাঁজে তার হাত আটকে যায় বলে অনুমান পুলিশের।

জরুরী পরিষেবা

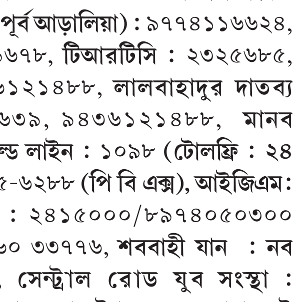

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ওদের কাছে স্বাধীনতা দিবস মানে স্মৃতি তর্পণের দিন

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.): স্মৃতির সুতোয় একটা রিভলবার। স্বাধীনতা দিবস এলে মিহির চক্রবর্তীর মনে পড়ে সেটির কথা। আর ভারতী সেনের জীবনের একটা বড় সম্বল ওই রিভলবারের ব্যবহারকারিনী, মানে তাঁর মায়ের কথা ঊ আজ তাঁদের কাছে স্বাধীনতা দিবস মানে স্মৃতি তর্পণের দিন। ১৯৬৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন মিহির চক্রবর্তী। তাঁর বাবা বঙ্কিম চক্রবর্তী ছিলেন কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির সদস্য। সমিতির বড়রা তখন গা ঢাকা দিয়ে আছেনঊ বঙ্কিমবাবুর বয়স কম। সমিতির শীর্ষসদস্যরা তাঁকে পাঠালেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুরে হরিচরণ চক্রবর্তীর কাছে। হ্যারি অ্যান্ড কোম্পানি নামে হরিবাবুর একটি অস্ত্রের দোকান ছিল। পূর্ব প্রস্তুতিমত সেখান থেকে একটি রিভলবার নিয়ে সোজা চলে গেলেন কুমিল্লায়। সংগ্রহ হল আরও একটি রিভলভার। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে ১৯৩১ সালে ১৪ ডিসেম্বর বিপ্লবী সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ হত্যা করেন ওই দুটি রিভলবার দিয়ে। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে তাঁদের সহপাঠী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম প্রথম বিপ্লবের পথ দেখান। নাবালিকা বলে বিচারে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। তাঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেন। যদিও মেদিনীপুর জেলে সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেনীর কয়েদি করে রাখা হয়েছিল। পিতার সরকারি পেনশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিবারকে অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর দুই দাদার জেল হয়। ছোট ভাই অনাহারে ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সুনীতি চৌধুরীর কন্যা ভারতী সেন পরবর্তীকালে মুম্বাইয়ের শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরচি (এসএনডিটি) মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন দীর্ঘকাল। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তাঁরও মনে পড়ে ওই রিভলবার এবং মায়ের বীরত্বের কথা। এই প্রতিবেদককে জানান, "বঙ্কিম চক্রবর্তী ছাত্রী সঙ্ঘের সদস্যদের ছোড়া ও লাঠি চালনা শেখাতেনঊ শান্তি ছিলেন সম্পাদক, সুনীতি অধিনায়িকাঊ রিভলবারটির কথা মনে পরে ভারতী সেনেরওঊ মার্ক এইট এম/এমএলইবি বোরের রিভলবারঊ সুনীতি চৌধুরীর একটি গুলিতেই মারা যান ম্যাজিস্ট্রেটঊ শান্তি ঘোষের রিভলবারটি লখনঊ থেকে চুরি যায়ঊ পরে সেটির হদিস মেলে।'

স্মৃতিচারণ করছিলেন মিহিরবাবু। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "বাবা পরে ধরা পড়েন ব্রিটিশ পুলিশের হাতে। ৯ বছর ছিলেন বিভিন্ন কারাগারে। দাদু কবিরাজ বিপিন চন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৩৮-এ মারা যাওয়ার পর খুব আর্থিক চাপের মধ্যে পড়েন বাবা। ১৯৫৩-র ডিসেম্বর মাসে পাকাপাকিভাবে চলে আসি কলকাতায়। স্বাধীনতা দিবস এলে এটা ভেবে ভাল লাগে তিনিও এ দেশের লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন"।

সমঝোতার পর থর এক্সপ্রেস যোধপুর-করাচি ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): সমঝোতা এক্সপ্রেসের পর এবার থর এক্সপ্রেস (যোধপুর-করাচি)ঊ আরও একটি ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তানঊ ভারতের যোধপুর (রাজস্থান) ও পাকিস্তানের করাচির মধ্যে চলাচল করে থর এক্সপ্রেস, এবার থর এক্সপ্রেসের ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশীদ আহমেদ।

পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছে ভারতঊ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রভীশ কুমার জানিয়েছেন, 'একতরফা সিদ্ধান্ত, আমাদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঊ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তাঁদের কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিঊ' ইমরান খান সরকারকে মোদী সরকারের হুঁশিয়ারি, 'এবার বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হবে পাকিস্তানকে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ চলবে না।

বিষ্ণুপুরে বন্ধ কারখানা, কর্মহীন ছশো শ্রমিক

বিষ্ণুপুর, ৯ আগস্ট (হি. স.) : আর মাত্র মাস দেড়েক বাদেই দুর্গাপুজো। আর দুর্গা পুজোর আগেই কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় ছশো শ্রমিক। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ভাষা এলাকায়। কর্মহীন হয়ে পড়ে শুক্রবার সকালে কারখানার মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কাজ হারা শ্রমিকরা। বিষ্ণুপুরের কারবাক হোল্ডিং লিমিটেড নামে একটি সিলেন্ডার তৈরির কারখানার শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত গুনাক্ষরেও টের পাননি, শুক্রবার সকালে তাদের কর্মহীন হয়ে পড়তে হবে। গত রাতে কাজ সেরে সকলেই যে যার মতো বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। এদিন সকালে কারখানায় এসে কর্মীরা দেখেন মূল গেটে তালা ঝোলানো। পাশে ঝোলানো রয়েছে সাস্পেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ। নোটিশ পড়েই কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। কারখানা চালুর দাবীতে মূল গেটের সামনেই শতাধিক কর্মী শুরু করেন অবস্থান বিক্ষোভ।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

আগেই আরও ৪০টি বাস চলাচল শুরু হবে বলেও নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার জানিয়েছেন। সিটি বাস সার্ভিস চালু হলে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত অনেকটাই সুখকর হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। ১৫ মিনিট পরপর এই বাস চলাচল করবে।

বিভিন্ন

● প্রথম পাতার পর

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত চিলেন বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং, দশদা ব্লকের বিএসির চেয়ারম্যান জিরেন্দ্র রিয়াং ও কবেন্দ্র রিয়াং অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং বলেন, জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে জাতিগত বৈশিষ্ট, পোযাক পরিচ্ছদ, আহার, কৃষ্ঠি-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । এসব বিষয়ে অগ্রাধিকার না দিলে জনজাতিদের অধিকার চিরতরে হারিয়ে যাবে। আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার ও জমি রক্ষার অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে জনজাতির অংশের জনগনকে ঐক্যবন্ধ হওয়ার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এদিকে ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসী দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আগরতলায় এক ব্যালী সংগঠিত করা হয়। র‍্যালী শেষে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, গোটা বিশ্বে ৩৭ কোটি আদিবাসী অংশের মানুষের বসবাস। বিশ্বের ৯০টি দেশে জনজাতি অংশের মানুষ বসবাস করেন।

ভারতে সাড়ে এগারো কোটি আদিবাসী অংশের মানুষ রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জীতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন আদিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি , সংস্কৃতি রয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সভ্যতা যত এগোচ্ছে অন্যান্য অংশের মানুষজনের জীবন যাত্রার মান ততটাই উন্নত হচ্ছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হতে পারছেনা আদিবাসী অংশের মানুষজন। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও অর্থনৈতিক দিক দিকে পিছিয়ে পড়ছেন আদিবাসীরা।

আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র, দেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে সময়উপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় শুধুমাত্র আদিবাসী দিবস পালন করলেই আদিবাসীদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে না।

শুধু কলকাতায় নয় এবার সারা ভারত জুড়ে "শেষের গল্প"

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.):'শেষের কবিতা'-র শেষ থেকেই শুরু হল 'শেষের গল্প'ঊ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র না বলা অংশে কি ঘটলো সেই গল্পই করেছেন পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী ঊ ১৯ জুলাই কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে 'শেষের গল্প' ঊ তবে এবার শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ নেই 'শেষের গল্প' ঊ শুক্রবার ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তি পেল পরিচালক জিৎ -র 'শেষের গল্প'ঊ

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র পরে ঠিক কী ঘটল লাবন্য ও অমিতের জীবনে ঊ লাবণ্য ও অমিতের বিচ্ছেদের পর দু'জনের কোনওদিনও কি আর দেখা হবে ? নাকি দেখা হয়না ঊ তাঁরা ঠিক কেমন আছে সেই নিয়েই 'শেষের গল্প'-র গল্প বেধেছেন পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী ঊ গতকাল বৃহস্পতিয়ার ছিল ২২ শে শ্রাবণ অর্থাৎ কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকীঊ কবিগুরুর কথা মাথায় রেখেই শুক্রবার দেশব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে "শেষের গল্প"। বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, গুরুগ্রাম, নয়ডা, হায়দরাবাদ, মুম্বই , পুনে সহ ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল ছবিটি। চমক শুধু এখানেই শেষ নয় পুজোর আগে বিদেশেও মুক্তি পাবে 'শেষের গল্প'।

'শেষের গল্প'র এই ছবিতে আমিত-লাবণ্যের ভূমিকায় দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মমতা শঙ্করকে ঊ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মমতা শঙ্করকে ছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে পল্লবী চট্টোপাধ্যায়,কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায়,অর্ণব মুখোপাধ্যায়,দুর্গা সাতরা,প্রদীপ,সান,সুমনা ছাড়াও আরও অনেকেঊ

এই প্রসঙ্গে পরিচালক পরিচালক জিৎ চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলে তিনি 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে জানান, 'খুবই আনন্দ হচ্ছে ঊ বাঙালির ঐতিয্য নিয়ে এই ছবিটা তৈরী করেছি ঊ শুধু কলকাতায় নয় সারা ভারত জুড়ে বহু বাঙালি আছেঊকলকাতায় মুক্তি পাওয়ার পর ছবিটা দর্শকদের মন আকর্ষণ করতে পেরেছে। তাই,আশা করছি সারা ভারতবাসীর এই ছবিটা ভালো লাগবে ঊ পুজোর আগে ভারতের বাইরে অর্থাৎ বিদেশেও মুক্তি পাবে ছবিটি। সেই বিষয়ে এখন কথা চলছে বলে জানান পরিচালক।

ট্যাংরায় বিজেপি কর্মীদের মারের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে, ঘটনার নিন্দা করলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স) : ট্যাংরায় বিজেপি কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারের অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ঊ ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে, মথুরবাবু লেনে ঊ ঘটনাটিকে ঘিরে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয় ট্যাংরায় ঊ এই ঘটনায় আহত হয় প্রায় ৪ জন বিজেপি কর্মী ঊ খবর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ঊ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে নিস্তার পায় বিজেপি কর্মীরা ঊ শুক্রবার এই ঘটনার অত্যন্ত নিন্দা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ট্যাংরার মথুরবাবু লেনে, বিজেপি সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়ন তাদের দলীয় পোস্টার লাগাচ্ছিল। সেই সময় সেখানে জড়ো হয় বেশ কয়েকজন তৃনমূল কর্মী ঊ তারা বিজেপি কর্মীদের পোস্টার লাগানোর কাজে বাধা দেয় ঊ সেই সময় দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা ঊ তারপরে আচমকাই বিজেপি কর্মীদের রাস্তায় ফেলে পেত হয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূলকর্মীদের বিরুদ্ধে।

বিজেপি কর্মীদের তরফ থেকে অভিযোগে বলা হয়, তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও লোহার রড, বাঁশ নিয়ে। রাস্তায় ফেলে এলোপাথারি মারতে থাকেন তাদের ঊ এই ঘটনায় সোরগোল পরে যেতে, স্থানীয়রাই খবর দেয় পুলিশে ঊ তারপরেই পুলিশি হস্তক্ষেপে নিস্তার পায় তারা গ্ল এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ঊ এপ্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল হেরে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুছে যেতে চলেছে সেটা বুঝতে পেরেছে, তাই রাজ্য সহ সমস্ত জেলায় আক্রোশ নেমে এসেছে বিজেপি কর্মীদের ওপর ঊ কিন্তু এভাবে বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমন করে বিজেপিকে দমন করা যাবে ন।'

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সমিতির সদস্য সুব্রত দেবের মধ্যস্থতায় বাজার খুলে দেওয়া হয়। শুক্রবার কদমতলা বাজারের সাপ্তাহিক বাজার ।তাছাড়া সংখ্যালঘু মুসলমানদের ঈদ সামনে সেই কথা মাথায় রেখে আজকে বাজার খুলে দেওয়া হয়। তবে বিমান দাস নিরপরাধ তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করেছে বাজার ব্যবসায়ীরা ।অবিলম্বে তাকে মুক্ত না করলে কদমতলায় আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান বাজার কমিটির সেক্রেটারি। দিনভর ছিল কদমতলা অশান্ত , ব্যাপক পুলিশ ও টি এস আর মোতায়েন করা হয়েছিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ধর্মনগরের ডিএসপি হেডকোয়ার্টার ।বিমানের পক্ষে ছিল গোটা ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কদমতলার সাধারণ মানুষ। তবে আইন চলবে আইনের পথে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করা চলবে না সেই দিকটা নজর রেখেছিল কদমতলা থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশেই কিন্তু ব্যবসায়ী বিমান দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাছাড়া নাবালিকা মেয়েটি কিন্তু খুদ বিমানকে শনাক্ত করেছিল সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। সব মিলিয়ে দেখার বিষয় এই মামলার মোড় কোন দিকে যায়। তবে আইনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কাজ করতে হবে এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় সে দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে। সবকিছু নির্ভর করবে তথ্য প্রমাণের উপর। সব মিলিয়ে বিমান কাণ্ডে দিনভর উত্তপ্ত ছিল কদমতলা। অপরদিকে ধৃত বিমান দাসের পরিবারের তরফ থেকে কেমন করে জেলা আদালতে বিইলের আবেদন করলে মাননীয় বিচারক বেইল মঞ্জুর করেন।

অসুস্থ

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিবৃতি প্রকাশ করেননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। তবে সূত্রে জানা গিয়েছে, এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, কার্ডিয়োলজিস্ট এবং নেফ্রোলজিস্ট-সহ একাধিক চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন অরুণ জেটলি। ২০১৮ থেকে কিডনি সমস্যা থেকে ভুগতে থাকেন তিনি। ডায়ালিসিস শুরু হয়। গতবছর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য উড়ে যাওয়ায় লোকসভা ভোটের আগে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন অর্থমন্ত্রী তথা রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মোদী সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের আগে তাঁকে সামিল না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন অরুণ জেটলি। তাঁকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী ।তবে তিনি দলের হয়ে কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন । অর্থমন্ত্রকে তাঁর কার্যকালেই জিএসটি ও নোটবন্দির মতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পাবে। জম্মু-কাশ্মীরে অবশ্য দিল্লির মতো থাকবে বিধানসভা। তবে পুলিশের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। লাদাখে কোনও বিধানসভা থাকবে না।

হাজতে

● প্রথম পাতার পর

সোপর্দ করা হয়। আদালত এইদিন উভয় পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর ধৃত গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস ও সুমিত বনিককে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত জেল হাপাজতের নির্দেশ দেয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর সংবাদ প্রতিনিধিদের এই সংবাদ জানান ।তবে শহরের বুকে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হত্যার চেষ্টার ঘটনার দায়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাম আমলে নিজেকে লাল বাড়ির ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে আগরতলা শহরে নিজের ছড়ি ঘুরিয়েছিলেন এই গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে গুণধর সুকান্ত বিশ্বাস রাতারাতি নিজের খোলস পাল্টে ফেলেন বলে খবর। বাম আমল থেকেও সুকান্ত বিশ্বাসের দাপট কয়েকগুণ বেড়ে যায় নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর। কারন অর্থ ও ক্ষমতালোভী সুকান্ত বিশ্বাস নয়া সরকারের নেতা মন্ত্রীদের পছন্দের পাত্র হয়ে উঠার জন্য কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু কথায় আছে রাখে হরি মারে কে। গুণধর সুকান্ত বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাই হল। আগরতলা শহরে থেকে ছড়ি ঘুরিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই ছড়ি হয়ে যান। আগরতলা শহর থেকে বদলি হতে হয় ধর্মনগরে। কালক্রমে গুণধর সুকান্ত কোটি পতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বলে খবর। আরও খবর এই গুণধর ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস নেশারকারবারের সাথে জরিয়ে গিয়েছিল। আর সেই নেশারকারবারের আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বুকে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হত্যার চেষ্টার সাথে জরিয়ে যায় গুণধর সুকান্ত। যতটুকু খবর একাংশ পুলিশ কর্মী সুকান্ত বিশ্বাসকে বাঁচানোর জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তবে পুলিশ এখনো তদন্ত জারি রেখেছে। ১৯ আগস্ট জেল হেপাজত শেষে ট্রাফিক ইন্সপেক্টার সুকান্ত বিশ্বাস ও সুমিত বনিককে পুনরায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যাতে পেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। র সফল বাস্তবায়নে জাপানও যাতে সন্তুষ্ট হতে পারে সেই বিষয়টিও নজরে রাখার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া বলেন ন্যাশানাল ব্যাম্বু প্রজেক্টে কেন্দ্রীয় সরকার বাঁশ চাষিদের ঋণের উপর ৬০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে। এটা যাতে গ্রামের মানুষ জানে সেই ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বলেন। ত্রিপুরা সরকার ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে বাঁশ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা আরো বড় মাত্রায় হওয়া উচিত। কারণ শুধু স্থানীয় আয়ই নয়, এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রাও রাজ্যে আসতে পারে। যার মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। নীতি আয়োগ এর প্রথম বৈঠকে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক স্থিতি আট হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা করার জন্য বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এই লক্ষ্য পূরনে বাঁশ একটি বড় ধরনের মাধ্যম হতে পারে পরে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন ত্রিপুরার ৬২ বনভূমি এর মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে বাঁশ চাষ হয়। মানুষকে বাঁশ চাষের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া জল সংরক্ষণ নিয়েও কথা বলেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন জাইকা প্রকল্পে রাজ্যে ১৪৭৭টি চেকড্যাম বানানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রাম উন্নয়ন ও কৃষি উদ্যান দপ্তরের উদ্যোগে আরো ৩৩২ টি তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জল সংরক্ষণ করার পাশাপাশি পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বর্তমান সময়ের গতিতে ত্রিপুরাতে বছরে ৪৪ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের অভাব প্রায় প্রতি বছরের। এর থেকে উত্তরণের জন্য চেক ড্যাম তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। এদিন কর্মশালায় কৃষকের বাড়ি থেকেই উৎপাদিত বাঁশ ও বাঁশজাত সামগ্রী বাজারজাত করার ওপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বলেন ত্রিপুরাকে উন্নত করতে হলে রাজ্যের ঝিমিয়ে পড়া কর্মসংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি সবকিছু সরকার নির্ভর নে হয়ে বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের উন্নয়নে সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার উপর এদিন মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে হবে বনদপ্তর এর উদ্যোগে ত্রিপুরা জাইকা প্রজেক্ট এর ব্যবস্থাপনায় শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সহযোগিতায় একদিনের এই কর্মশালা আয়োজিত হয় রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, জাইকা প্রকল্পের জাপান থেকে আগত প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

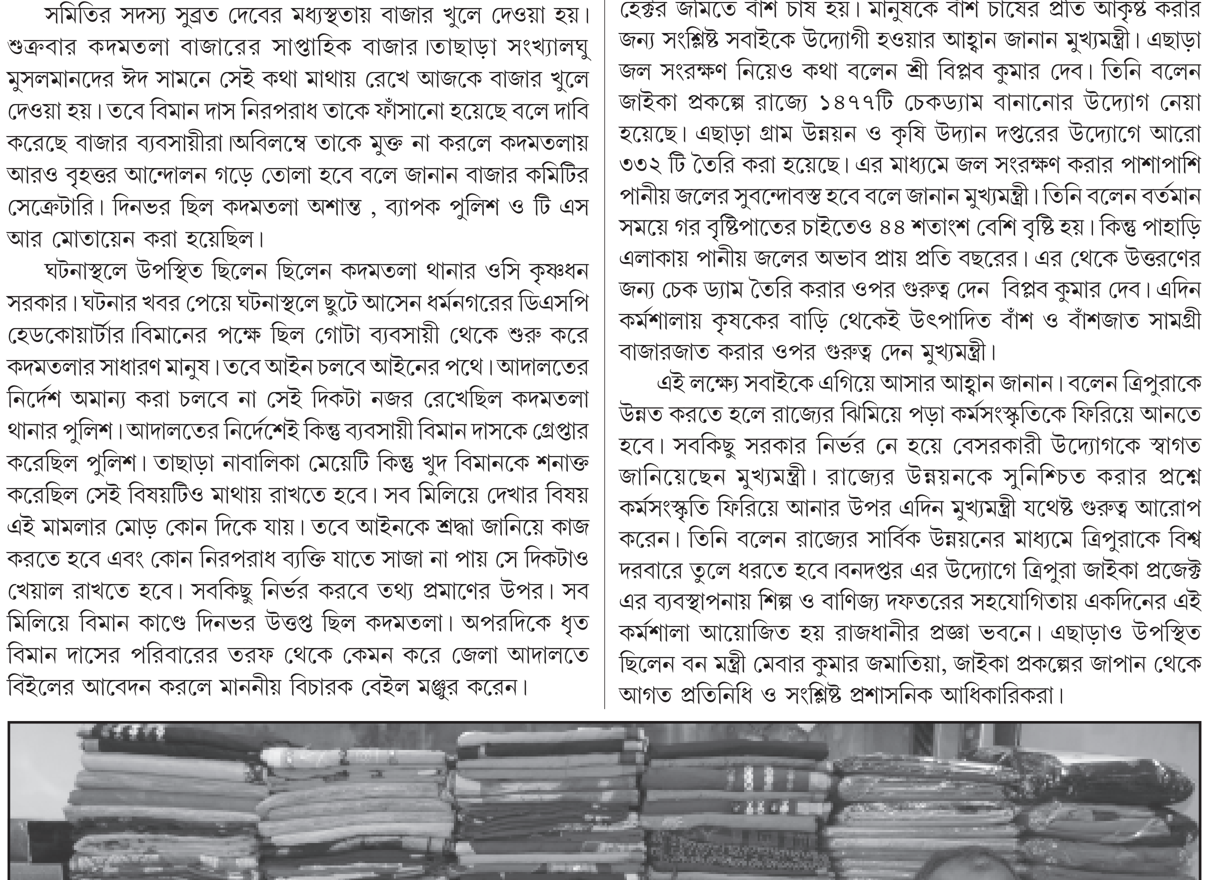

আগরতলায় অফিসলেনস্থিত চুনিলাল টেক্সটাইলসের নতুন শোরোমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মকর্তারা জানান যে আসন্ন শারদোৎসবের প্রাক্কালে মহিলাদের শাড়ি পরার একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক মহিলাদের প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে বলে সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য প্রতিষ্ঠানের শোরোমে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তথ্য ও ছবি নিজস্ব।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের ডোপ পরীক্ষার দায়িত্বে এবার নাডা, চুক্তি বোর্ডের সঙ্গে

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। চাপ বেড়েছিল বিসিসিআইয়ের উপরে। এবার বোর্ড কার্যত নতজানু হয়ে ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি অথবা নাডার আওতায় আসতে রাজি হলো। শুক্রবারই বিসিসিআইয়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হলো, নাডা-র ডোপিং-বিরোধী নীতিকে তারা নিজেদের ক্ষেত্রে মান্যতা দিতে প্রস্তুত। এর অর্থ বিসিসিআই নিজস্ব পদ্ধতিতে নয়, দেশের সমস্ত ক্রিকেটারদেরই এবার ডোপ পরীক্ষা করবে নাডা। এমনটাই জানাল বিসিসিআই।বিসিসিআই-এর সিইও রাহুল জোহরির সঙ্গে শুক্রবারেই বৈঠকে বসেন নাডা-র সচিব। সেখানেই নাকি বোর্ডের তরফে রীতিমতো লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানানো হয়, নাডা-র ''অ্যান্টি ডোপিং গাইডলাইনস'' মেনে চলতে রাজি বিসিসিআই। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে নাডা সচিব রাধেশ্যাম ঝুলনিয়া জানান, ''এবার থেকে সমস্ত ক্রিকেটারদেরই পরীক্ষা করবে নাডা।'' তিনি আরও জানান, ''বোর্ডের তরফে তিনটে ইস্যু তুলে ধরা হয়েছে - ডোপিং কিটসের মান, গুণমানসম্পন্ন প্যাথলজিস্ট এবং নমুনা সংরক্ষণ। আমাদের তরফে সমস্ত কিছু মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য অতিরিক্ত খরচা করতে হবে। কারণ বিসিসিআই অন্যদের থেকে আলাদা হতে পারে না।''এর আগে পৃথ্বী শ-কে নির্বাসনে পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। তাদের সাফ বক্তব্য ছিল, বিসিসিআই যেহেতু নিজেরাই ক্রিকেটারদের ডোপ পরীক্ষা করে শাস্তির নিদান দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে স্পষ্টতই স্বার্থ সংঘাত ঘটছে। পাশাপাশি, বিসিসিআই-এর নিজস্ব ডোপিং সংস্থা যেহেতু বিশ্বের ডোপিং-বিরোধী সংস্থা ওয়ার্ল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা) অনুমোদিত নয়, তাই ডোপিংয়ের ক্ষেত্রে বোর্ডের কার্যত অধিকারই নেই ক্রিকেটারদের শাস্তি দেওয়ার।তার পরেই সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বোর্ডের প্রশাসকমণ্ডলীকে চিঠি পাঠানো হয় ক্রীড়ামন্ত্রকের পক্ষ থেকে। সিইও রাহুল জোহরিকে পাঠানো চিঠিতে ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে সাফ লেখা হয়েছে, ওয়াডা-র নিয়ম অনুযায়ী, ক্রিকেটারদের নমুনা কেবলমাত্র সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করতে পারবে ওয়াডা অনুমোদিত কোনও অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থা। বিসিসিআই যেহেতু ওয়াডা অনুমোদিত ডোপিং বিরোধী সংস্থা নয়, বিসিসিআই মোটেই স্বশাসিতভাবে ডোপিং-বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে পারবে না।ঘটনাচক্রে, ওয়াডা তো বটেই, দেশের ডোপিং-বিরোধী সংস্থা নাডা-রও নিয়মকানুন মেনে চলতে এতদিন রাজি ছিল না বিসিসিআই। দেশের সমস্ত ক্রীড়াসংস্থা নাডা-র নিয়ম অনুসরণ করলেও বোর্ড সরাসরি প্রত্যাখ্যান করত কেন্দ্রীয় অ্যান্টি-ডোপিং সংস্থাকে। সেক্ষেত্রে বোর্ডের যুক্তি ছিল পরিষ্কার। বিসিসিআই যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ নয়, কিংবা আর্থিক আনুকুল্য পায় না, সেহেতু নাডা-র নিয়মকানুন মেনে চলতে বোর্ড বাধ্য নয়। কিঞ্চিত চাপে পড়েই এবার সম্ভবত তাদের সেই অবস্থান পাল্টাল বিসিসিআই।

কায়রোর ক্যান্সার ইন্সটিটিউটকে ২৫ কোটি টাকা দিলেন সালাহ

গত সোমবারই একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি ধাক্কা মারে মিশরের জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউটে। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে হাসপাতাল। এই ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন ৪৭ জন। নিজের দেশের

এই ঘটনা নাড়া দিয়ে যায় লিভারপুল স্ট্রাইকার মোহাম্মদ সালাহকে। ক্ষতিগ্রস্থ হাসপাতাল পুনর্নির্মাণের জন্য ২৫ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করেন তিনি।শুধু সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই নয়, গত বুধবার, অর্থাত ঘটনার দুদিনের মধ্যেই সালাহ পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দেন। এমনটাই জানিয়েছেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ উথমান আল-খাস্ত।মিশর সরকারের পক্ষ থেকেও হাসপাতালটি সংস্কারের কথা জানানো হয়। মিশরীয় ফুটবল তারকার এই কাজ প্রশংসা কুড়োচ্ছে ফুটবল সমর্থকদের কাছে।

বিরাট-রোহিতদের ডোপ টেস্টের দায়িত্বেও এবার এনএডিএ

নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি অর্থাত এনএডিএর অধীনে আসতে হল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে। শুক্রবার বিসিসিআই-কে এই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। এত দিন পর্যন্ত বিসিসিআই নিজস্ব পদ্ধতিতে ক্রিকেটারদের ডোপ পরীক্ষা করলে এবার থেকে বিরাট-রোহিত সহ সব ভারতীয় ক্রিকেটারদেরই ডোপ পরীক্ষা করবে এনএডিএ। এদিন বৈঠকে বোর্ডের সিইও রাহুল জহরি''র এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সচিব রাধেশ্যাম ঝুলনিয়া।সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সচিব জানান, ''এবার সব ভারতীয় ক্রিকেটারের ডোপ পরীক্ষা করবে নাডা। বিসিসিআই তিনটি ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এগুলি হল ডোপ পরীক্ষার কিট, প্যাথোলজিস্টদের দক্ষতা এবং নমুনা নেওয়ার পদ্ধতি। আমরা আশ্বস্ত করেছি, বিসিসিআই যে সুবিধা চাইছে তা দেওয়া হবে। এর জন্য কিছু অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। কিন্তু বিসিসিআই-এর জন্য এক নিয়ম আর বাকিদের জন্য আলাদা নিয়ম, এটা হতে পারে না। সুতরাং বিসিসিআই-কেও এবার থেকে নাডা-র সঙ্গে যুক্ত করা হল।বৈঠকের পর বিসিসিআইও এনএডিএ-র অধীনে ক্রিকেটারদের ডোপ টেস্টের কথা মেনে নিয়েছেন। এদিন বৈঠকে কেন্দ্রীয় সচিব এবং বোর্ডের সিইও রাহুল জহরি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনএডিএ-র ডিজি নভিন আগরওয়াল এবং বোর্ডের জিএম (ক্রিকেট অপারেশন) সাবা করিম। এনএডিএ-র গুণগত মানে নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিসিসিআই এতদিন ক্রিকেটারদের ডোপ টেস্ট করত নিজেদের মতো। কিন্তু এদিনের পর থেকে সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাত এবার থেকে সব ভারতীয় ক্রিকেটারই ডোপ টেস্ট হবে এনএডিএর দ্বারা। বিসিসিআই সিইও এদিন জানান যে, ভারতীয় ক্রিকেটাররা এবার থেকে নাডা-র সঙ্গে যুক্ত হলেন।সম্প্রতি ভারতীয় অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী পৃথ্বী শ-এর ডোপ কেলেঙ্কারিতে ধরা পরার পরেই নড়েচড়ে বসে ক্রিকেটমহল। ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় মুম্বইয়ের প্রতিশ্রুতিময় ব্যাটসম্যানকে ৮ মাসের জন্য নির্বাসিত করে বিসিসিআই। চলতি বছর ২২ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের সময় পৃথ্বী''র মূত্র নমুনা সংগ্রহ করেছিল বোর্ড। সেই নমুনায় টার্বুটালিন পাওয়া যায়। যা সাধারণত সর্দি-কাশির সিরাপে থাকে। যা অর্থাত ওয়ার্ল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি-র নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে এই টার্বুটালিন।এনএডিএ-র নিষিদ্ধ উপাদান যে ওষুধে থাকে, তা কোনও খেলোয়াড় গ্রহণ করলে তাঁর সঙ্গে ''থেরাপিউটিক ইউজ এক্সেমপসন সার্টিফিকেট'' থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু পৃথ্বীর কাছে এই সার্টিফিকেট ছিল না। ফলে বোর্ডের ডোপবিরোধী আইনের ২.১ ধারা লঙ্ঘন করার অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ককে ৮ মাসের জন্য নির্বাসিত করা হয়। পৃথ্বী''র সাসপেন্সন বলবত থাকবে ১০ মার্চ থেকে ৯ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত।

রোহিত-কোহলি দ্বন্দ্ব, সানি তুলে আনলেন কপিলের সঙ্গে তাঁর পুরনো সম্পর্কের কথা

আজকাল ওয়েবডেস্ক: কোহলি-রোহিত দ্বন্দ্ব টিম ইন্ডিয়ার পরিবেশ নষ্ট করছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মত এমনই। কিন্তু কোহলি-রোহিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঠিক কি নিয়ে? প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি কেউই। তবে সমস্যা যে আছে তা জলের মতো পরিষ্কার। সম্প্রতি কিছু ঘটনাই এই বিতর্ককে সত্যি প্রমাণ করে দিয়েছে।কিছু সমস্যা থাকলেও টিম ইন্ডিয়া সাফল্য ধরে রাখতে পেরেছে। বিশ্বকাপ না জিততে পারলেও সেমিফাইনাল অবধি গেছে দল। টেস্টে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। একদিনের ক্রিকেটেও যথেষ্ট ধারাবাহিক।ক্যারিবিয়ান সফরে টি২০ সিরিজে আয়োজকদের হোয়াইটওয়াশ করেছে এই টিম ইন্ডিয়া। তারপরই দেশের চিরশ্রেষ্ঠ ওপেনার সুনীল গাভাসকার ক্রিকেট জীবনের একটি গল্প প্রকাশ্যে এনেছেন। ১৯৬০ কিংবা ৭০ এর দিকে টিম ইন্ডিয়া ছিল অগোছালো। ঠিক তখনই দুই ক্রিকেটার ভারতীয় ক্রিকেটকে বদলে দিয়েছিলেন। একজন যদি হন সুনীল গাভাসকার। অপরজন তাহলে কপিল দেব। ১৯৮০ সালের পর ভারতীয় ক্রিকেটে নবজাগরণ ঘটে। কপিলের হাত ধরে ১৯৮৩ সালে ইংল্যান্ড থেকে বিশ্বকাপ জিতে আসার পর ভারতীয় ক্রিকেটের মানচিত্রটাই বদলে গিয়েছিল। কপিল ও সুনীল তখন মাতাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট। তখনই আচমকা ভারতীয় ক্রিকেটে সাময়িক অন্ধকার দেখা দিয়েছিল কপিল-সুনীল দ্বন্দ্বে। দু''জনের কেউই তা কোনওদিন স্বীকার করেননি। কিংবা প্রকাশ্যে আনেননি। আসলে তখন তো ফেসবুক-টুক ছিল না।তেমনই একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন গাভাসকার। বলেছেন, ''ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ। ১৯৮৪-৮৫ সাল। ডেভিড গাওয়ারের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইডেনে খেলা। সেই টেস্টে বাদ পড়েছিল কপিল। দায়টা পুরো এসেছিল আমার ঘাড়ে। কিন্তু আসল সত্যি হল কপিল যে কলকাতা টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছিল তা আমার সিদ্ধান্ত ছিল না। তখন নির্বাচক ছিলেন প্রয়াত হনুমন্ত সিং। তিনি এই কথা একবছর পর জানিয়েছিলেন।'' এরপরই গাভাসকার বলেছেন, ''কপিল ছিল ম্যাচ উইনার। আমি কি পাগল? একজন ম্যাচ উইনারকে বসিয়ে মাঠে নামব! তাহলে তো দলের জয়ের সম্ভাবনা কমবে।''আসলে গাভাসকার এই প্রসঙ্গ তুললেন রোহিত-কোহলি দ্বন্দ্বের জন্যই। ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান দুই তারকার এই সমস্যা যে কোনদিকে মোড় নেবে? গাভাসকার কিন্তু বলেছেন, ''যে বা যারা এই সমস্যার কথা প্রকাশ্যে আনছে তারা ভারতীয় ক্রিকেটের ভাল চায় না। হয়ত দলের কোনও ক্রিকেটার হতাশা থেকে এই দ্বন্দ্বের কথা তুলে এনেছে। এর ফলে দলের ক্ষতি হচ্ছে। বোর্ডেরও কোনও কর্তার হাত থাকতে পারে।''

পন্টিংকে কোচ করে আনতে মরিয়া নাইট রাইডার্স

কোচ হিসেবে প্রথম পছন্দ ছিলেন ট্রেভর বেলিস। কিন্তু নাইটদের মুখ থেকে কার্যত বেলিসকে ছিনিয়ে নেয় ধূর্ত সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ফলে আগামী আইপিএলে বেলিসকে কোচ করার স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডারর্সের। এদিকে প্রাক্তন কোচ জ্যাক ক্যালিসের সঙ্গেও সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে বিচ্ছিন্ন। তাই নয়া কোচ খোঁজার কাজ চলছে জোরকদমে। আর এখন নাইট শিবিরে কোচ হিসেবে প্রথম পছন্দ রিকি পন্টিং।তাকে কেকেআর সংসারে নিয়ে আসার জন্য চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। যদিও এই বিষয়ে এখনও কিং খানের দলের তরফ থেকে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি, তবে পন্টিংয়ের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথাবার্তা এগিয়েছে বলেই বিশেষ সূত্রে খবর। যদিও পন্টিংকে নাইট সংসারে নিয়ে আসাটা খুব একটা সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে না। কারণ, গত আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। তরুণ প্রতিভাবান দল নিয়ে বেশ ভালই পারফর্ম করেছিল পন্টিংয়ের দিল্লি। সেক্ষেত্রে দিল্লি ক্যাপিটালসের কর্তারা এত সহজে তাঁকে ছেড়ে দেবেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।যদিও প্রাথমিকভাবে পন্টিংয়ের সঙ্গে কেকেআর কর্তাদের কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে দিল্লির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার পর পন্টিংয়ের সিদ্ধান্তের বদল ঘটবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ক্রিকেটমহলে। কোচ বদলের ভাবনা-চিন্তায় শাহরুখের দল অনড় থাকলেও অধিনায়ক হিসেবে আগামী মরশুমে দীনেশ কার্তিক থাকবেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি। তার জায়গায় দলে কেউ আসবেন কিনা, সেটাও স্পষ্ট নয়। হয়তো কোচ বদলের পরই অধিনায়ক বদল নিয়ে নড়েচড়ে বসবে নাইট শিবির।প্রসঙ্গত, আইপিএলে নাইট দিয়েই অভিযান শুরু করেছিলেন পন্টিং। তাই কোচ হিসেবে নাইট সংসারে তিনি পা রাখলে ইডেনের সবুজ গালিচায় এক নয়া ইতিহাস লেখা হবে, তা বলাই যায়।

ফেডেরারকে ছুঁলেন নাদাল, জিতলেন সেরেনাও

রজার্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রাফায়েল নাদাল। অন্যদিকে মহিলাদের বিভাগে রজার্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন সেরেনা উইলিয়ামস।কাকে হারালেন নাদালরজার্স কাপের রাউন্ড অফ সিক্সটিন বা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্তিনার গুইদো পেল্লার মুখোমুখি হয়েছিলেন স্পেনের রাফায়েল নাদাল। স্ট্রেট সেটের সহজ পেয়ে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যান গতবারের চ্যাম্পিয়ন রাফা। খেলার ফল ৬-৩, ৬-৪।ফেডেরারকে টপকালেন নাদালরজার্স কাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রাফায়েল নাদালের এই জয় এটিপি মাস্টার্স ১০০০-এ ৩৭৯তম। রাফার থেকে একটি ম্যাচ কম জিতেছেন কিংবদন্তী রজার ফেডেরার।কোয়ার্টারে নাদালের প্রতিপক্ষরজার্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ৩৩ বছরের স্প্যানিশ তারকার মুখোমুখি হবেন প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই ইতালির ফাবিও ফোগনিনি। যিনি ফ্রান্সের আড্রিয়ান মান্নারিনোকে স্ট্রেট সেটে (৬-২, ৭-৫) হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন।কোয়ার্টারে সেরেনাতিন বারের রজার্স কাপ চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার সেরেনা উইলিয়ামস প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার একাতেরিনা অ্যালেক্সান্দ্রোভাকে হারান। খেলার ফল ৭-৬ (৪), ৬-৪। কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের নাওমি ওসাকার মুখোমুখি হবেন সেরেনা। উল্লেখ্য ওসাকার কাছে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনাল হারতে হয়েছিল সেরেনাকে।

যেসব নজির রেখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন আমলা

ডারবান: সেহওয়াগীয় ঘরানার নন। বরং ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড়ীয় মেজাজের সঙ্গে তুলনা চলে প্রোটিয়া তারকা হাশিম আমলার। ধীরে সুস্থে বলের মেরিট অনুযায়ী খুঁটে খুঁটে রান করা এবং ব্যাকরণসম্মত ব্যাটিংয়ে সুযোগ মতো বাউন্ডারি আদায় করে নেওয়া, এই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটে আমলাতন্ত্রের মূল মন্ত্র। ধ্রুপদী ক্রিকেটের যথার্থ ধারক ও বাহক ছিলেন আমলা। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তিনি অবসর নেওয়ার শেষ হয়ে গেল ঠান্ডা মাথার খুনে ব্যাটিংয়ের সেই অধ্যায়।হাশিম আমলা ইতি টানলেন ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার। তবে রেখে গেলেন এমন সব মাইলফলক, যেগুলি প্রোটিয়া ক্রিকেটে প্রথম বার পার করেছিলেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশ কিছু স্মরণীয় নজির সঙ্গে নিয়েই নতুনদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন আমলা। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক হাশিম আমলার তেমনই কিছু রেকর্ড৷ ১৫ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১২৪ টেস্ট, ১৮১ ওয়ান ডে এবং ৪৪টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন আমলা। টেস্টে ৪৬.৬৪ গড়ে ৯২৮২ রান সংগ্রহ করেছেন তিনি। সেঞ্চুরি করেছেন ২৮টি। হাফ সেঞ্চুরি ৪১টি। ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৪৯.৪৬ গড়ে ৪১১৩ রান সংগ্রহ করেছেন আমলা। সেঞ্চুরি করেছেন ২৭টি। হাফসেঞ্চুরি ৩৯টি। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্যারিয়ারে ৩৩.৬০ গড়ে ১২৭৭ রান সংগ্রহ করেছেন তিনি। হাফসেঞ্চুরি করেছেন ৮টি৷ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ও একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ত্রিশতরান করার রেকর্ড রয়েছে আমলার। ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩১১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন তিনি৷ ২০১৭ সালে কুইন্টন ডি''কককে সঙ্গে নিয়ে আমলার ২৮২ রানের পার্টনারশিপ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এখনও পর্যন্ত ওয়ান ডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ৷ বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ান ডে ক্রিকেটে ২০০০, ৩০০০, ৪০০০, ৫০০০, ৬০০০ ও ৭০০০ রানের মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন আমলা৷ ওয়ান ডে ক্রিকেটে আমলার ২৭টি সেঞ্চুরি এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ। টেস্টে আমলার ২৮টি সেঞ্চুরি দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান হিসেবে আমলার থেকে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে শুধু জ্যাক কালিসের (৪৫)৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০টি সেঞ্চুরি করা যুগ্ম দ্রুততম ব্যাটসম্যান হলেন আমলা। তিনি মোট ৩৪৮ টি ইনিংসে ৫০টি আন্তর্জাতিক শতরান করেন। এই নিরিখে তিনি টপকে গিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড। সচিন ৩৭৬টি ইনিংসে ৫০টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রোটিয়া তারকা ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে যুগ্মভাবে রেকর্ডের অধিকারী৷ ২০১৫ বিশ্বকাপে ফ্যাফ ডু''প্লেসির সঙ্গে আমলার ২৪৭ রানের পার্টনারশিপ বিশ্বকাপের আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ।

প্রথমে শচীন, পরে অর্জুন, বাবা ছেলেকে স্থান দিয়েছেন মুম্বই দলে

৩০ বছর আগের কথা। স্কুল ক্রিকেটে ঝুরি ঝুরি রান করে চলেছে এক তরুণ। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় শতরান যেন তাঁর কাছে জলভাত। যার ফলে খুব অল্প বয়সেই সুযোগ এসে গিয়েছিল মুম্বই রনজি দলে। ১৯৮৮ সালে শচীন তেন্ডুলকার জীবনের প্রথম রনজি খেলতে নেমেছিলেন গুজরাটের বিরুদ্ধে। তাঁর এক বছরের মধ্যেই সুযোগ ভারতীয় টেস্ট দলে।শচীনের রনজি অভিষেকের সময় মুম্বই (তখন বোম্বে) ক্রিকেট সংস্থার প্রধান নির্বাচক ছিলেন নরেন তামহানে। নির্বাচক কমিটিতে ছিলেন প্রাক্তন মুম্বই অধিনায়ক মিলিন্দ রেগে। শচীনকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই সুপারিশ করেছিলেন নির্বাচক প্রধানের কাছে। ঠিক ৩০ বছর পর মিলিন্দ রেগে মুম্বই রনজি দলের প্রধান নির্বাচক। আর তিনিই বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য মুম্বই দলে সুযোগ করে দিয়েছেন শচীন পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকারকে। বোর্ড বিজয় হাজারে ট্রফিকে এখন অনূর্ধ ২৩ করে দিয়েছে।অর্জুন বাঁহাতি পেসার। বিজয় হাজারে ট্রফির পুরো দল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার ওয়েবসাইটে গত মঙ্গলবারই দেওয়া হয়েছে।যিনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন পিতাকে। তিনিই সুযোগ করে দিলেন পুত্রকে। কাকতালীয়। বিষয়টি জানার পর রেগে বলেছেন, ''আমি জানি না আর কোনও নির্বাচক বাবা ও ছেলেকে নির্বাচন করেছে কিনা। বিষয়টি কাকতালীয়। তবে দু''জনের পদবিই তেন্ডুলকার।'' অর্জুনের পেস বোলিং মুগ্ধ করেছে রেগেকে। তিনি বলেছেন, ''দল নির্বাচনে আমরা জোরে বোলিংকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম। ইংল্যান্ডে এমসিসির দ্বিতীয় দলের হয়ে অর্জুন ২৩ উইকেট নিয়েছে। বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে অর্জুন। উন্নতি করেছে দারুণ।''

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA

PNIe-T- No: 04/EE/DIV-I/AMC/2019-2020 **Dated:- 09/08/2019**

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-suppliers / Authorized-Dealers of Tripura **PWD/TTAADC** in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of **MES, Railways, CPWD and other states PWD** in PWD form- 7 (seven)-for the following works:-

Sl No.	Name of work	Estimated C ost	Earnest Money	Time of Completion
1.	Construction of boundary wall from left side of main entrance gate of NRCC Sports Building to Netaji Chowmuhani under Ward No. 20, AMC. D.N.I.E.T No. 07/EE/DIV-I/AMC/ 2019-20	Rs. 6,13,731.	Rs. 6,137	60(Sixty) Days
2.	Construction of open shed in the premises of Old Cow Market at M.G. Bazar, Agartala under Ward No. 20, AMC. D.N.I.E.T No. 08/EE/DIV-I/AMC/ 2019-20	Rs. 22,84,600.	Rs. 22,846	180(One hundred eighty) days

1.Last date and time for document downloading / bidding: 23-08-2019 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: **29-08-2019 at 16.00 Hrs**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned. **NB:** This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender documents on the e-procurement website.

(ER. J. CHAKRABORTY)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

PRESS NOTICE INVITING TENDER

A fresh Sealed tender are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/ Fishery Based SHGS /MSS Ltd.) of Bishalgarh R.D. Block under Bishalgarh Sub-Division producing available quantity fish fingerlings in their owned/leased out water bodies for supply of mixed Major Carp fingerlings in different areas under Routhkhola, Chandranagar, Baidyadighi, Kasba, Golaghati, Pathalia , Laxmibil, Gopinagar, Bhatilarma, Madhyalaxmibil Gram Panchayet under Bishalghar Block & Bishalgarh Municipal Council under Bishalghar Sub-Division during the year 2019-20. The tenderer will be eligible for only within Bishalgarh R.D. Block, Bishalgarh Sub-Division area. The last date of submission of tender is 19th August, 2019 up to 12.00 noon. The interested tenderer may contact with the Office of the undersigned on or before 5.00 P.M.,on any working days for collection of tender form and detail terms & condition.

ICA/C-739/19

(S. ROY)
Supdt. Of Fisheirs
Bishalgarh, Sub-Division.

NOTICE INVITING TENDER

F. No. 619/TSR-7/QM/19/5826 Dated, the 03rd Aug' 2019.
On behalf of the Governor of Tripura sealed quotations are invited by the undersigned from the bonafied / registered suppliers / authorized dealer for, supplying the under mentioned items to 7th Battalion TSR (IR-VI) during the financial year 2019-2020.

01. QM Store items
02. MT Motor spare parts, Store & Job works etc.
03. Stationery items

2. Details of tender, terms & condition along with list of items may be collected from the Office of the Commandant, 7th Bn TSR (IR-VI) Sangkumabari, Jampuijala, Sepahijala Dist., Tripura on payment of Rs. 100/- for QM store items, Rs. 100/- for M.T. Spare parts, Rs. 50/- for MT Store items, Rs. 50/- for MT job works and Rs. 100/- for Stationery store items on or before 12.08.2019 on any working day. The closing time / date for dropping of tender is 1600 hrs by 20.08.2019 and will be opened on the same day, if possible. .
3. Details of tender may also be seen in the Police website (www.tripura.police.nic.in/ www.tripura.nic.in)

ICA/C-750/19

Commandant
7th Bn TSR (IR-VI)

No. F. 5-5(E)/Tender/DFO Office building/SDFO/BGF-19-20/6006-6042 Dated 05/08/2019

Notice Inviting Tender

Name of Work: Supplying of river sand for construction of District Forest Office building at Sarasima, Belonia, South Tripura under Bagafa Forest Sub-Division during the year 2019-20.
1. Last date of collection of Tender documents: Upto 2:00 pm of 14/08/2019
2. Last date of dropping of Tender: Upto 3:30 pm of 14/08/2019
3. Date of opening of Tender: At 4:30 pm on 14/08/2019 if possible 4. Intending supplier /vendor/bidder may collect tender documents from the office of the undersigned during office hours and the day from the date of floating of tender.

ICA/C-745/19

Sd/-(Illegible)
SDFO, Bagafa

জাগরণ 10 August, 2019, Saturday আগরতলা, ১০ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ■ ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018-2019

টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি তেলিয়ামুড়া, ৯ আগস্ট ।। একটিএসআর জওয়ান ও তার স্ত্রীর তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো অপর এক টিএসআর ঝওয়ানের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে এক লতাকা কাণ্ড ঘটে যায় তেলিয়ামুড়া শহরে। অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান বর্তমানে পুলিশি হেফজাতে। চলছে ঘটনার পুর্নাঙ্গ তদন্ত। ঘটনার বিবরণে জানা যায়। দুই বন্ধু তথা দিলীপ রুদ্রপাল বাড়ি এাগরতলা ও দুলাল দেব নাথ ধর্মনর দুইজনেই টিএসআর ৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে চাকরিরত। এরই মধ্যে দুলাল দেবনাথ তার বন্ধু দিলপের কাছ থেকে নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার নেয়। যখন এই ধারের টাকা ফেরত দেওয়ার সময় হয় তখন দুলাল দেবনাথ অর্থাঠ ১০-০৫-২০১৯ তারিখ তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার চেক দেয়। কিনতঙ্গউ দিলীপ দেব নাথ এই টাকা তুলতে গেলে চেক বাউন্স হয়ে যায়। দুলালের বিরুদ্ধে চেক বাউন্সের উকিল নোটিশ ও পাঠানো হয় বলে জানান দিলীপের স্ত্রী রেখা রুদ্র পাল। টাকা না পেয়ে দুলাল কে চাপ দিলে দুলাল আজ দুপুর বেলা তার দেওয় চেকটি নিয়ে তিলায়মডাণ ইউবিআই ব্যাঙ্কের সামনে আসতে বলে দিলীপ ও তার স্ত্রকে। আসলে তাদের ক্যাশ টাকা দিয়ে দিবে। কিনতউ সেখানে আসলে দুলাল ছলনা করে ওই চেকটি হতে নিয়ে মুখে দিয়ে চিবুতে থাকে ফলে চেকটি নষ্ট হয়ে যায়। এবং টাকা না দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলে দিলীপের স্ত্রীর চিৎকারে লোক এসে তাকে পাকরাও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ এসে তকে তেলিয়ামুড়া থাণায় নিয়ে যায়। তবে দুলালকে এ ব্যাপরে জিজ্ঞাসা করা হলে সে এই ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানায়। এবং সে আরো বলে তাকে ফাসানোর চেষ্টা করছে ওই মহিলা ও তার স্বামী। তবে আর যাই হোক পুলিশ ওই টিএসআর জওয়ান দিলীপ দেবনাথ ও তার স্ত্রী দুলালের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সঠিক পুলিশি তদন্তেই এই ঘটনা আসল রহস্য বেড়িয়ে আসতে পারে বলে মনে করছে শুভ বুদ্ধ সম্পন্ন লোক।

জনজাতিদের ভাষা ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট ।। নিজেদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। আরও উন্নত করতে হবে। এজন্য যুবক-যুবতীদের আরও বেশী করে এগিয়ে আসতে হবে। আজ সুপারিবাগানস্থিত দশরথ দেব সংস্কৃতি ভবনে আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন উপ-মুখ্যমী যীষ্ণু দেববর্মা। তিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রাজস্বমী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, উপজাতি কল্যাণ মী মেবার কুমার জমাতিয়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সারা বিশ্বে আজকের দিনটি বিশ্ব জনজাতি দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৯৪ সালে এই দিনটি বিশ্ব জনজাতি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আজ এই অনুষ্ঠানে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল ইনডিজেনাস পিপুলস ল্যাঙ্গুয়েজেস এণ্ড রাইটস টু সেলফ ডিটারমিনেশন ফর সেফগার্ডিং আইডেনটিটি ল্যাণ্ড এণ্ড টেরিটরি। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা জয়েন্ট একশন কমিটি অফ সিভিল সোসাইটি।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপ-মুখ্যমী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, সবার জন্যই এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ককবরক একটি প্রাচীন ভাষা। সমদ্ধ ভাষা। এই ভাষাকে আরও সমদ্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যেই ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভক্ত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার জনজাতিদের ঐতিহ্য ভাষা সংস্কৃতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য এ ডি সি-কে আরও শক্তিশালি এবং স্পন্দনশীল হতে হবে। এ ডি সি-কে আরও ক্ষমতা, অর্থ এবং স্বাধীনতা দিতে হবে। তিনি বলেন, এ ডি সি এলাকার উন্নয়নে অনেক কিছু করা যেতো। কিন্তু করা হয় নি। এই ভুল আমাদের শুদ্ধ করতে হবে। এ ডি সি-কে আমাদের রক্ষার জন্য আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য গড়ে তুলতে হবে। বি জে পি এবং আই পি এফ টি সরকার এর জন্য প্রতিশ্রতিবদ্ধ। তিনি বলেন, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া মানে আমাদের উন্নতির জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য আমাদেরই কাজ করতে হবে। আমাদের ভাষার উন্নতি করতে হবে। ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, জনজাতিদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ভাষা, সংস্কৃতি জীবনশৈলী স্বত। এই সাতরে জন্যই জনজাতিরা ইনডিজেনাস। এগুলো কোন জাতিগোষ্ঠির আত্মপরিচয়। এগুলো রক্ষা করার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ খবই জরুরী। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাজ্যের যুব সম্পদায়কে আরও বেশী করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে উপজাতি কল্যাণ মী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, আজকের দিনটি জনজাতিদের অধিকারকে প্রকাশ করার দিন। আমরা অনেকেই জানিনা আমাদের কি কি অধিকার রয়েছে। সমস্যার কথা অধিকারের কথা বলার জন্য, সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই বিশ্বজরে এই দিনটি পালন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভক্ত করার প্রস্তাবের কথাও তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন রাজস্ব মী এন সি দেববর্মাও। তিনি বলেন, কোনও জাতিগোষ্ঠির মাতভাষা তার অন্যতম আত্মপরিচয়। রাজ্যের জনজাতিদের ভাষা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। দশরথ দেব সংস্কৃতি ভবনে এই অনুষ্ঠানের আগে একটি র‍্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তা সংগঠনের কনভেনার এন্টনি দেববর্মা।

ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জম্মু ও কাশ্মীর সাম্বা-উধমপুরে খুলল স্কুল, খুশি পড়ুয়ারা

জম্মু ও শ্রীনগর, ৯ আগস্ট (হি.স.): ইন্টারনেট বন্ধউ মোবাইল-টেলিফোন অকেজোউ কেবল পরিষেবাও বন্ধউ সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তি হওয়ার আগে থেকেই এই পরিস্থিতি জম্মু ও কাশ্মীরেউ বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলউ এমাতবস্থায় ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে ভূস্বর্গউ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জম্মুওউ জাতীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পরবর্তী দিনই জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা ও উধমপুরে খুলে দেওয়া হল স্কুলউ শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে পঠনপাঠনউ ফলে মুখে হাসি ফুটেছে পড়ুয়াদের। পুনরায় স্কুল খুলে যাওয়া প্রসঙ্গে উধমপুরের ডেপুটি কমিশনার পীযূষ সিংলা জানিয়েছেন, ‘কিছু এলাকা ব্যতীত, সর্বত্রই এখনও জারি রয়েছে ১৪৪ ধারাউ অতি স্পর্শকাতর এলাকার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছেউ বেলা এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকছে বাজারউ’ শুধুমাত্র সাম্বা ও উধমপুর নয়, কাশ্মীরের অন্যত্রও পড়ুয়াদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে স্কুলের দরজাউ জম্মু-র ডিভিশনাল কমিশনার সঞ্জীব বর্মা জানিয়েছেন, ‘জম্মু ডিভিশনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং শান্তিপূর্ণউ বেশ কিছু গুজব ছড়াচ্ছে, যা ভিত্তিহীন। কাশ্মীর উপত্যকার বর্তমানে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এই মুহূর্তে ভূস্বর্গে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালউ শুক্রবারই শ্রীনগরের উপকণ্ঠে প্রায় দু’ঘন্টা কাটান দোভালউ ওই দু’ঘন্টায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন অজিত দোভালউ সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে খাবারও খান দোভালউ সবমিলিয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর উপত্যকা।

ঝাড়খণ্ডে ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত মাওবাদী উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

রাঁচি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী অধ্যুষিত খুন্তি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে কুখ্যাত একজন মাওবাদীউ খুন্তি জেলার গুদড়ি থানার অন্তর্গত থোলকোবেরা এলাকা সংলগ্ন জঙ্গলের ঘটনাউ গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। ঝাড়খণ্ড পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় গুদড়ি থানার অন্তর্গত থোলকোবেরা এলাকা সংলগ্ন জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন মাওবাদীউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে ঘন জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং রাজ্য পুলিশউ সুরক্ষা বাহিনীর অভিযান চলাকালীন মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়উ দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইশেষে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন মাওবাদীউ তবে, বাকি মাওবাদীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়উ পুলিশ সূত্রের খবর, নিহত মাওবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছেউ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

নেপালে ত্রিশূলী নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস : মৃত্যু পাঁচজনের, গুরুতর আহত ১৬ জন

কাঠমাণ্ডু, ৯ আগস্ট (হি.স.): নেপালের ধাদিঙ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০০ মিটার নীচে ত্রিশূলী নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাসউ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচজন যাত্রীরউ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৬ জনউ ‘অভিশপ্ত’ ওই বাসটিতে চালক-সহ মোট ৪৪ জন যাত্রী ছিলেনউ দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, এখনও পর্যন্ত ২৩ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নিউ তাই মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নেপাল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে সারলাহি জেলা থেকে কাঠমাণ্ডু অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি বাসউ ভোররাত তখন ৩.৩০ মিনিট হবে, ধাদিঙ জেলার বেনিঘাট রোরাঙ গ্রামীণ পৌরসভা-৩-এ ত্রিশূলী নদীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই ওই বাস (এনএ ৬ কেএইচএ ৭৪৬৯)উ রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ মিটার নীচে নদীতে পড়ে যাওয়া মাত্রই বাসটি উল্টে যায়উ নদীর জল ঢুকে যায় বাসের ভিতরেউ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনেরউ এছাড়াও ১৬ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নেপাল পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে তিনজনের নাম জনা গিয়েছে, তাঁরা হলেন-রাজ নারায়ণ রাউনিয়ার, তাঁর স্ত্রী শোভা রাউনিয়ার এবং সৌরভ রাউনিয়ারউ প্রত্যেকের বাড়ি সারলাহি জেলার ব্রহ্মপুরী গ্রামীণ পৌরসভা-৪-এউ আহতরা হলেন-বাসের চালক জামারকাটেল, ভূপেন্দ্র কুমার যাদব, অনীশ রায়া, সুনীতা রোকায়া, শিখর কুমার মাহাতো, রাকেশ বৈঠা, সঞ্জয় মাহাতো, জেহেন্দর ঠাকুর, রোহিত কুমার মণ্ডল, শামিম রাজা আনসারি, ধীরেন্দ্র ঠাকুর, বিজয়া রায়া যাদব, দীনেশ ঠাকুর, ভোগেন্দ্র চৌধুরী এবং রাহুল।

বানভাসি কেরলে জারি লাল সতর্কতা : ১১ আগস্ট পর্যন্ত কোচি বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা স্থগিত, এযাবৎ উদ্ধার ২২,১৬৫ জন বন্যা দুর্গত

তিরুবনন্তপুরম, ৯ আগস্ট (হি.স.): গত কয়েক দিনের লাগাতার বর্ষণে বানভাসি দেশের বিভিন্ন রাজ্য। ডুবু ডুবু অবস্থা কেরল, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও ওড়িশার। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কেরল ও মহারাষ্ট্রে। প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় কার্যত বেহাল হয়ে পড়েছে কেরলের ইদুক্কি, মালাপ্পুরম, ওয়ানাড ও কোঝিকোড়-সহ বেশ কয়েকটি জেলা। ওই সমস্ত জেলায় জারি হয়েছে রেড অ্যালার্ট। এছাড়াও এমাকুলাম, পালাক্কাড়, ওয়ানাড, কান্নুর ও কাসারগড়ে জারি হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্ট। রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওয়ানাড, মালাপ্পুরম ও কোঝিকোড় জেলা। এমতাবস্থায় আগামী ১১ আগস্ট (রবিবার) বিকেল তিনটে পর্যন্ত কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও শুক্রবার (৯ আগস্ট) কেরলজুড়ে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরল শিক্ষা দফতর।

কেরল প্রশাসন সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল সাতটা পর্যন্ত বন্যা কবলিত অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২২,১৬৫ জন বন্যা দুর্গতকে। বন্যা কবলিত অঞ্চলে এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। তিরুবনন্তপুরম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৬৫৬ জনকে (১৫৭টি পরিবার), আলাপ্পুঝা থেকে ১২ জনকে (৪টি পরিবার), কোট্টায়াম থেকে ১১৪ জনকে (২৯টি পরিবার), ইদুক্কি থেকে ৭৯৯ জনকে (২৩২টি পরিবার), এমাকুলাম থেকে ১৫৭৫ জনকে (৫৪০টি পরিবার), মালাপ্পুরম থেকে ৪১০৬ জনকে (৯৯৩টি পরিবার), কোঝিকোড় থেকে ১৬৫৩ জনকে (৫১০টি পরিবার), ওয়ানাড থেকে ৯৯৫১ জনকে (২৮১২টি পরিবার), কান্নুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৪৮৩ জনকে (৩৩৩টি পরিবার) এবং পালাক্কাড় থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২০০ জন বন্যা দুর্গতকে (১৬০টি পরিবার)। বন্যা দুর্গতদের জন্য খোলা হয়েছে ৩১৫টি শিবির।

যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট ।। যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস আজ আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ, প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায় সহ যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, এদিনটি জনজাতি দিবস হিসেবেও গোটা দেশে পালিত হচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসের আন্দোলনে ৯ই আগস্ট দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। যুব কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রয়াত দেশপ্রেমিকদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কংগ্রেস সেবা দলের উদ্যোগে ভারত ছাড়ো দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট ।। ৯ই আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে এই দিবসটির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস সেবা দলের পক্ষ থেকে এই দিনটিতে আগরতলা শহরে তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে মিছিল করা হয়। মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেবা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নিত্যগোপাল রুদ্রপাল বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত ছাড়ো দিবস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিবসটিকে স্মরণে রাখতেই সেবা দল গোটা দেশব্যাপী এই দিনে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে মিছিল সংগঠিত করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আগরতলাতেও তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে মিছিল সংগঠিত করা হয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি।

প্রবল বর্ষণে বানভাসি কর্নাটক : মৃত্যু বেড়ে ৯, চলছে উদ্ধারকাজ

বেঙ্গালুরু, ৯ আগস্ট (হি.স.): অবিরাম বর্ষণে বানভাসি দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটক। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, কর্ণাটকের বন্যা কবলিত এলাকায় এখনও পর্যন্ত অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। বন্যা দুর্গতদের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় খোলা হয়েছে ২৭২টি ত্রাণ শিবির। কর্ণাটক সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বন্যা কবলিত কর্ণাটকে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। বন্যায় বিপর্যস্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৬৮৭৫ জন বন্যা দুর্গত মানুষ ও ৩০১০টি পশুকে। রাজ্যজুড়ে খোলা হয়েছে ২৭২টি ত্রাণ শিবির।

গত কয়েকদিনের দিনের লাগাতার বর্ষণে প্রায় বানভাসি গোটা দেশ। ডুবু ডুবু অবস্থা কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, কেরল। বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশেও। বানভাসি হয়েছে তামিলনাড়ুর একটি বড় অংশ। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা।

দীর্ঘ নাটকের অবসান : দিল্লি পৌঁছল সমঝোতা এক্সপ্রেস স্বস্তিতে ৭৬ জন ভারতীয়-সহ ১১৭ জন যাত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ নাটকের অবসান! প্রায় পাঁচ ঘন্টা বিলম্বের পর অবশেষে দিল্লি পৌঁছল সমঝোতা এক্সপ্রেস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ৭৬ জন ভারতীয়-সহ ১১৭ জন যাত্রী। ১১৭ জন যাত্রীর মধ্যে ৪১ জন পাকিস্তানী নাগরিক। বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ আত্তারি রেল স্টেশন থেকে দিল্লি অভিমুখে রওনা দেওয়ার কথা ছিল সমঝোতা এক্সপ্রেসের, কিন্তু ইমিগ্রেশন চেকিংয়ের কারণে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বের পর বৃহস্পতিবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লি অভিমুখে রওনা দেয় সমঝোতা এক্সপ্রেস। অবশেষে শুক্রবার সকালে ৭৬ জন ভারতীয়-সহ ১১৭ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছল সমঝোতা এক্সপ্রেস।

জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তান। ভারত-পাক সম্পর্ক এখন রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছে। এই আবহেই বৃহস্পতিবার সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা সাময়িকের জন্য বন্ধ করে দেয় পাকিস্তান। যদিও, ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়নি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে পাকিস্তানী ক্রু মেম্বার (চালক ও গার্ড) ভারতে আসতে চাইছেন না। প্রসঙ্গত, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ”বন্ধুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস” হিসেবেই পরিচিত সমঝোতা এক্সপ্রেস। সিমলা চুক্তির অধীনে ১৯৭৬ সাল থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলাচল করছে সমঝোতা এক্সপ্রেস।

কংগ্রেসের জয়ী জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ আগস্ট।। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে গৌরনগর ব্লকের ২০৬টি আসনের মধ্যে দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হওয়ায় ২০৪টি আসনে ভোট হয়েছিল। এই ২০৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১০০টি আসনে, বিজেপি ৯৭টি আসনে এবং সিপিআইএম সাতটি আসনে জয়লাভ করে। গৌরনগর ব্লকের কুড়িটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পনেরোটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে পিসিসি-এর প্রাক্তন সভাপতি বিরজিত সিনহার ৫৩ কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। এই পনেরোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কংগ্রেস নয়টি, বিজেপি পাঁচটি এবং একটি ত্রিশঙ্কু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ যেভাবে কংগ্রেস দলকে ভোট দিয়েছেন কংগ্রেস দল সেইসব মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ এবং চিরঋনী। এই কথাগুলি বলেন পিসিসি-এর প্রাক্তন সভাপতি বিরজিত সিন্হা। কংগ্রেস দল একশো জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পাঁচজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং দুইজন জেলা পরিষদ সদস্য সহ পাঁচজন পঞ্চায়েক সমিতির সদস্য এবং দুইজন জেলা পরিষদ সদস্য সহ মোট একশো সাত জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয় টিলাবাজার কংগ্রেস অফিস প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানে বিরজিত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মো ঃ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভেট্টাচার্য, আশীস সেনগুপ্ত, অহিদুজ্জামান, অভিজিৎ সিনহা, রুনু মিঞাসহ আরোও অনেকে। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দল বিরাট জমায়েত করে বৃহস্পতিবার রাতে। জমায়েতে প্রথম বক্তব্য রাখেন মোঃ বদরুজ্জামান রাত সাড়ে আটটায়। রাত এগারোটায় জমায়েত সমাপ্ত হয় এবং জমায়েতকে কেন্দ্র করে টিলাবাজারে প্রচুর সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এন বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।